মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন,
সামালি
পোঃ ন'হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক
আলিপুর বার্তা

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৩ শ্রাবণ – ২৯ শ্রাবণ, ১৪২১ঃ ৯ আগস্ট –১৫ আগস্ট, ২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.42, 9 August - 15 August, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

সামনে পুলিশ, পিছনে কারা!

ওঙ্কার মিত্র

গ্রাম–শহরে এমনকী আদালত কক্ষে রোজই গালাগালি খাচ্ছে পুলিশ। ইদানিং মাননীয় বিচারপতিরা পুলিশকে কাঠগড়ায় তুলে শ্রীঘরের ভয়ও দেখাচ্ছেন। তবু পুলিশ আছে পুলিশেই। দেশে–রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন হল কিন্তু পুলিশ তার মহিমায় অটুট, অবিচল। বিদেশি শাসক ব্রিটিশদের তৈরি করা ১৮৬১ সালের আইনেই স্বাধীন ভারতের পুলিশ মহিমান্বিত। এই আইনেই রাজনৈতিক নেতাদের সাধের পুলিশ বেশি মানানসই। এই আইনেই পুলিশ রাজনীতিকদের পোষ্যতুল্য। যা বলে তাই করে। বিরোধীরা আজ চেঁচাচ্ছে বটে কাল ক্ষমতায় আসলে এই পুলিশই হবে তাদের ভরসা। পুলিশ যদি সঙ্গে না থাকে তাহলে কিসের ক্ষমতা, কিসের দেশসেবা। তাই পুলিশের নতুন আইনে অনীহা, পুলিশ সংস্কারে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ পালনে অনীহা। যে যতই পুলিশকে গালমন্দ করুক না কেন পুলিশ বদলে কেউই সোচ্চার নয়। এমনকী আজকের ক্ষমতাচ্যুত বাম নেতারা যারা রোজই বর্তমান সরকারের পুলিশের শাপশাপান্ত করছেন পুলিশে সংস্কার আনতে তাদের অনীহাই ফুটে উঠেছে বেশি। সামনে অপরাধীদের কাঠগড়ায় পুলিশ কিন্তু তার পিছনে যারা পুলিশকে বদলাতে বাধা দিচ্ছে তারা কারা চিনতে হবে আমাদের। না হলে আসল সত্যতা পড়ে পড়ে রোজই মার খাচ্ছে পথে প্রান্তরে।

কি করতে হয় পুলিশকে
১) দৈনন্দিন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা
২) দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ
৩) অপরাধের তদন্ত
৪) রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব
৫) ভিআইপি–দের নিরাপত্তা
৬) যান নিয়ন্ত্রণ

পুলিশের জীবন কেমন
১) আবাসনের দুরাবস্থা
২) রেশন উধাও
৩) অবৈজ্ঞানিক ডিউটি চার্ট
৪)অত্যাধিক রাজনৈতিক চাপ
৫) অসৎ উপায়ের হাতছানি
৬) অপরিসর অস্বাস্থ্যকর থানা
৭) অভিযোগ জানাবার জায়গা নেই

প্রশাসনিক ত্রুটি
১) রাজনৈতিক নির্দেশে পরিচালিত কাজ
২) নিয়োগ–পদোন্নতি–বদলি সবই রাজনৈতিক নেতাদের হাতে
৩) একদিকে চাপ অন্যদিকে অত্যধিক রাজ্যের বোঝা
৪) নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও স্বচ্ছতা না থাকায় যোগ্য লোকের অভাব
৫) কাজ দেখভালের জন্য নিরপেক্ষ কোনও সংস্থা না থাকা
৬) আইনজীবীদের সঙ্গে পুলিশের কাজের সমন্বয়ের অভাব
৭) উপযুক্ত ট্রেনিং–এর অভাব

পুলিশ – নাগরিক হার
ভারত – ১ জন পুলিশ পিছু ৭০০–৭৫০ জন নাগরিক
ব্রিটেন – ১ জন পুলিশ পিছু ১.২৭ জন নাগরিক
সাউথ আফ্রিকা – ১ জন পুলিশ পিছু ১.৩৮ জন নাগরিক

অপরাধ প্রবণতা
১০ বছরে ভারতে অপরাধ বেড়েছে ০.৪ শতাংশ
১০ বছরে জাপানে অপরাধ বেড়েছে ৪.৮ শতাংশ
১০ বছরে কানাডাতে অপরাধ বেড়েছে ১.৮ শতাংশ

বিচারেরর বাণী
আদালতে পড়ে আছে ৮৪.৪ শতাংশ খুনের মামলা
তদন্তের জন্য পুলিশের কাছে পড়ে আছে ৪০.৪ শতাংশ খুনের মামলা

মানুষের চোখে
৮৭ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে পুলিশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি
৭৪ শতাংশ মানুষের অভিমত মানুষ পুলিশের কাছে যা যা চায় তা দিতে ব্যর্থ পুলিশ
৪৭ শতাংশ মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়

পুলিশ বদলাতে কি কি হল

১৯৯৬ – দুই অবসরপ্রাপ্ত ডিজিপি প্রকাশ সিং ও এন কে সিং পুলিশের সংস্কার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন।
২২.০৯.২০০৬ – সুপ্রিম কোর্ট পুলিশ সংস্কারে ৭টি নির্দেশ দিল। সময় দেওয়া হল ৩ জানুয়ারি, ২০০৭ পর্যন্ত।
১১.০১.২০০৭ – নির্দেশ কতটা কার্যকর হল দেখতে বসল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যগুলি থেকে সময় চাওয়া হল। ৬টি রাজ্য পুনর্বিবেচনার আবেদন জানাল। সব দেখেশুনে ২, ৩ এবং ৫ নম্বর নির্দেশ এখনই কার্যকর করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। ১, ৪, ৬ এবং ৭ নম্বর নির্দেশ কার্যকর করতে ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত সময় দিল কোর্ট। ১০ এপ্রিল, ২০০৭ এফিডেভিট করে নির্দেশ পালনের গতি প্রকৃতি জানাতে বলা হল।
২৩.০৮.২০০৭ – কিছুই হল না দেখে দুই আবেদনকারি ফের আদালত অবমাননার মামলা করলেন।
১৬.০৫.২০০৮ – সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কিনা দেখতে একটি মনিটরিং কমিটি করে দিল। প্রধান করা হল আইনজীবী রাজু রামচন্দনকে। মনিটরিং কমিটি তাদের ফাইনাল রিপোর্ট দিল ২০১০ সালের আগস্টে।
২১.০৭.২০০৮ – ভারতের প্রধান বিচারপতি আক্ষেপ করে বললেন পুলিশ সংস্কারে নির্দেশ পালনে আগ্রহী নয় একটি রাজ্যও।
আগস্ট, ২০১০ – মনিটরিং কমিটি তাদের রিপোর্ট দিল।
০৮.১১.২০১০ – সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পুরোপুরি অবমাননার জন্য নোটিশ পাঠানো হল মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গকে। মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গ তখন বামফ্রন্টের শাসন।

নতুন পুলিশ আইন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে

এছাড়াও ২০০৫ সালের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন পুলিশ আইনের খসড়া তৈরিতে সোলি সোরাবজি কমিটি করে দেয়। কমিটি ২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর খসড়া জমা দিলেও আজও তা ঠাণ্ডা ঘরে পড়ে রয়েছে।

কি ছিল সেই সাত নির্দেশ, তার ভাগ্যে জুটল কি!

সাত নির্দেশ	উদ্দেশ্য	নির্দেশ পালনের চিত্র			কাঠগড়ায় কারা
		পুরোপুরি পালিত	আংশিক পালিত	পুরোপুরি অগ্রাহ্য	
তৈরি করতে হবে রাজ্য নিরাপত্তা কমিশন	পুলিশকে চাপমুক্ত করা পুলিশের কাজকর্মের রূপরেখা তৈরি করা পুলিশের কাজকর্মের বিচার করা	০%	২১%	৭৯%	কেউই তৈরি করল না কমিশন। অন্যান্যরা কিছুটা উদ্যোগ নিলেও অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু–কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও তামিলনাড়ু পুরোপুরি নির্বিকার
ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সময়সীমা নির্ধারণ	যোগ্যতার নিরিখে ডিজিপি নিয়োগ সময়সীমা ২ বছরের বেশি নয়	১৫%	১১%	৭৪%	অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড মানল। অন্যান্যরা কিছুটা এগোলেও অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক ও কেরালা একেবারেই নির্বিকার।
অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের সময়সীমা নির্ধারণ	পুলিশ অফিসার যারা অপারেশনাল ডিউটি করেন তাদের সময়সীমা হবে ২ বছর	৬৪%	৭%	২৯%	অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড পুরোপুরি মানলেও অন্যরা মানল না।
তদন্ত ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা দুই ভাগে ভাগ করতে হবে পুলিশকে	প্রত্যেকটি ঘটনার প্রতি সঠিক মনোযোগ ও দুর্নীতি রোধ	১৮%	৫৭%	২৫%	অসম, অরুণাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক ও সিকিম মানলেও অন্যরা মানল না, কয়েকটি রাজ্য কিছুটা এগিয়ে চুপচাপ।
পুলিশ এসট্যাবলিসমেন্ট বোর্ড গঠন	পুলিশের পদোন্নতি ও বদলিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা, বোর্ডই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে	৭%	২৫%	৬৮%	অরুণাচল প্রদেশ ও গোয়া পুরোপুরি মানলেও অন্যরা মানল না। বিহার কিছুটা এগোলেও শেষপর্যন্ত চুপচাপ
রাজ্যে রাজ্যে পুলিশ কমপ্লেন্টস অথরিটি গঠন	পুলিশের বিরুদ্ধে মানুষের যাবতীয় অভিযোগ দ্রুত খতিয়ে দেখা ও বিচার করা	০%	২১%	৭৯%	কেউই মানল না এই নির্দেশ। অন্যরা কিছুটা উদ্যোগ নিলেও উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, মিজোরাম, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর ও অন্ধ্রপ্রদেশ পুরোপুরি অগ্রাহ্য করল।
ন্যাশনাল পুলিশ সিকিউরিটি কমিশন গঠন	পুলিশের সর্বোচ্চ পদে নির্বাচনের প্যানেল তৈরি করবে এরা যার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ২ বছর	রাজ্যগুলি সহযোগিতা না করায় এই সাত নম্বর নির্দেশের যৌক্তিকতাই প্রশ্নের মুখে।			

মৎস্যজীবীদের সলিল সমাধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ: নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের সন্ধানে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর অবশেষে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করল কোস্ট গার্ডরা। উল্লেখ্য, নামখানার ঈশ্বরীপুর এলাকা থেকে ইলিশ শিকার করতে গিয়ে ডুবে যায় সূর্যনারায়ণ নামাঙ্কিত একটি ট্রলার। একইসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে যান ওই ট্রলারের মৎস্য শিকারিরা। এরপর ব্যাপক তল্লাশি অভিযানে নামে কোস্টাল পুলিশ। যার ফলশ্রুতিতে মঙ্গলবার সারাদিন ধরে তল্লাশিভিযান চলে। ওইদিন সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ সর্বপ্রথম আশার আলো জ্বালিয়ে উদ্ধার করা হয় সূর্যনারায়ণ ট্রলারটিকে। উদ্ধার হওয়া ট্রলারটির পাটাতনের বড় অংশটি একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। এর মধ্যে আবার ইলিশ মাছের জালটি জড়িয়ে ছিল। বেশ কয়েকপাটি জুতোও ভাসতে দেখা গেল। শেষপর্যন্ত অনেক চেষ্টা করে জম্বু দ্বীপ থেকে ৯টি ট্রলার সমবেতভাবে টেনে নিয়ে আসে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি। এই উদ্ধারকার্য তদারকি করেন মৎস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক অমিত নাথ–সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। হতভাগ্য ট্রলারটির অন্তিম পরিণতি হলেও ওইদিন নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বাকি ৩০টি ট্রলারের ৫০০ জন মৎস্যজীবী অবশ্য সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরেন। সূর্যনারায়ণ ট্রলারের মৃত মৎস্যজীবীদের নাম নোটন দাস (২০), রাখাল দাস (২০), অভিরাম দাস (২৬), সুরেশ দাস (৪৫), সূর্য দাস (৪৫) ও কালিদাস (৪৫)। এখনও পর্যন্ত যোগেশ দাস (২৮)–এর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে অনুসন্ধান জারি আছে। গত সোমবার সকালে ইউনিয়নের তরফ থেকে ট্রলার ডুবির খবর দেওয়া হয় গ্রামে। তারপর থেকেই প্রহর শুরু হয়েছিল প্রতীক্ষার। যত সময় এগিয়েছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে মৎস্যজীবীদের বেঁচে থাকার আশা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে স্বজনহারারা দেহ উদ্ধারের খানিক আগে পর্যন্ত ন্যূনতম আশাকে সম্বল করে কর গুনছিলেন। এদেরই একজন কাকদ্বীপ পুকুরবেড়িয়ার কালিদাসের স্ত্রী লক্ষ্মণা দাস বলেন, 'ওই ছিল একমাত্র রোজগেরে। যদি কিছু হয়ে যায় কি নিয়ে বাঁচব। ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে পথে বসতে হবে।' সূর্য দাসের স্ত্রী শিবরানী জানিয়েছেন, 'খবর পাওয়া থেকে মনে কু–ডাক ডাকছে। জানি না আর লোকটা ফিরবে কিনা। এখন শুধু ভগবানকে ডাকছি।' যদিও ভক্তের ভগবানের কানে এক্ষেত্রে পৌঁছায়নি এই করুণ আর্তি। তাই মৃতদেহর সারি পৌঁছেছে গ্রামে। মৎস্যমন্ত্রী বলেন, 'ট্রলার ডুবির খবর পাওয়ার পর থেকে উপকূলরক্ষী বাহিনী ও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সাহায্যে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। সন্ধ্যে নাগাদ জল থেকে ট্রলারটি উদ্ধার করা হয়।' অপর মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, মৎস্যজীবীদের উদ্ধারের ব্যাপারে সবরকম চেষ্টা চালানো হয়েছে। স্থানীয় স্তরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে পরিবারগুলিকে।'

ছবি : শুভজিৎ দাস

হিরোশিমা–নাগাসাকি সপ্তাহে জাপানকে ফিরে দেখা

অরূপ সরকার

'জাপান' নামক দ্বীপরাষ্ট্রটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মায়ের মুখে শোনা একটি ছড়ার মাধ্যমে। ছড়াটি (এখন যাকে রাইম' বলে) কার লেখা ভুলে গিয়েছি। তার পংক্তিগুলি ছিল এরকম 'সারেগামাপাধানি বোম ফেলেছে জাপানি, বোমের মাঝে কেউটে সাপ বৃটিশ বলে বাপরে বাপ'। সেই শৈশবেই শুনেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা নাকি হাতিবাগান বাজারে বোমাবর্ষণ করেছিল। পরবর্তীতে পাঠ্যপুস্তকে জাপান সম্পর্কে আরও কিছু জেনেছিলাম হিরোশিমা–নাগাসাকি ট্রাজেডি পড়তে গিয়ে।

সে সময় শহরের বাজার ছেয়ে থাকত জাপানে তৈরি ব্র্যান্ডেড ক্যামেরা হাতঘড়ি আর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে। দোকানে দোকানে পাওয়া যেত জাপানি ডল (পুতুল)। Made in Japan ছাপ মারা। এরপর স্কুল জীবনের প্রায় শেষপর্বে জাপানকে আবার অন্যভাবে চেনালেন জয় মুখোপাধ্যায় আর মহম্মদ রফি। ' লাভ ইন টোকিও' ছবিতে টোকিওর রাস্তায় জয়ের লিপে রফির গলায় জাপান 'লাভ ইন টোকিও' শুনে তো একদম ফিদা। ফর্সা ফর্সা জাপানি মেয়েদের পর্দায় দেখে শরীর জুড়ে সে কী পুলক! তখন অবশ্য 'জাপানিজ ওয়াইফ' দেখার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেই ছবি দেখি অনেক পরে।

কলেজ জীবনে জাপানের সঙ্গে অন্যভাবে পরিচয় হল রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে। তাঁর জাপান যাত্রার ডায়েরি সহ একাধিক রচনা পড়ে জেনেছিলাম কী নিবীড় সখ্য ঘটেছিল সে দেশের সঙ্গে কবিগুরুর। পরবর্তী সময়ে সে দেশে রবীন্দ্রচর্চা তথা বাংলা ভাষাচর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেন নিপ্পন ভবন। ওকাকুরা,আজুমা–রা হয়ে ওঠেন দুই দেশের সাহিত্য–সেতু। ততদিনে দেখে ফেলেছি জাপানি চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোশাওয়ার বেশ কয়েকটি অন্যরকম ছবিও। দেশবরেণ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও জাপানের সম্পর্ক ছিল হার্দিক। দেশমাতৃকাকে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত করতে নেতাজিকে সাহায্য করেছিলেন তৎকালীন জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজো। এজন্য অবশ্য নেতাজিকে 'তোজোর কুকুর' বলে বদনাম করতে ছাড়েনি তৎকালীন বামপন্থীরা।

জাপান সম্পর্কে মোটামুটি এই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু বছর ছয়েক আগে দেশটি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হলাম। সর্ষে, নারকেল,তুষ, তিসি, রেড়ি, সয়াবীন, সূর্যমুখী প্রভৃতি তেলের সঙ্গে আশৈশব পরিচয় ছিল। কিন্তু সেই প্রথম জানলাম 'জাপানি তেল' নামক এক তরলের কথা। যদিও তখন আক্ষরিক অর্থেই জানতাম না সেই তেল খায়, না মাথায় মাখে! ক্রমশ মিডিয়া–আকীর্ণ বিজ্ঞাপনে জানলাম ওই তেল ব্যবহার করলে নাকি 'সেরা পতি' হওয়া যায় মানে, 'পতি নং১।' জাপান সম্পর্কে এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার ঘোর সামলাতে না সামলাতেই এবারে হইহই করে এসে পড়ল এক মারণ রোগ। যার নাম নাকি 'জাপানি এনসেফেলাইটিস!' সেই রোগ নাকি শুয়োর ও মশাবাহিত হয়ে মানব শরীরে জীবাণু ছড়ায়। জাপানে শুয়োর পাওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা নেই। তবে উন্নততর দেশ জাপান। তাই সেখানে, যদি পাওয়া যায়, তা নিশ্চয়ই 'ভালো শুয়োর' (শুনেছি 'খারাপ শুয়োররা' নাকি সব কলকাতায় থাকে)। জাপানি মশা সম্পর্কে আমি কবিগুরুর লেখায় কিছু পাইনি। তাই সে সম্পর্কেও আমার অজ্ঞানতা স্বীকার করি। কিন্তু সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে সেই রোগ কেন, কীভাবে এই বঙ্গদেশে হানা দিল, তা একেবারেই আমার নিরেট মস্তিষ্কে ঢুকছেনা! তবে কি 'জাপান' নামক দেশটি তাদের রফতানি বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন এনেছে? রোগ ছড়ানো (জাপানি এনসেফেলাইটিস) আর 'রোগ' ছাড়ানোর (জাপানি তেল) বাণিজ্যে এদেশের বাজার দখল করতে চাইছে?

বস্তুত, আশৈশব জাপান সম্পর্কে এত বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে জমা হয়েছে, এই

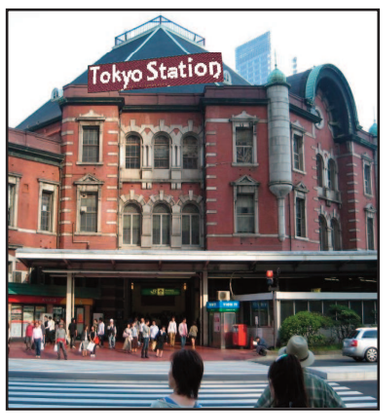

মধ্য পঞ্চাশে যখন নতুন করে জানতে পারছি জাপানি তেল ও জাপানি এনসেফেলাইটিসের ক্ষমতা, তখন ঘুরে ফিরে সেই প্রাণের ঠাকুরের অভাবই অনুভূত হচ্ছে। তিনি থাকলে এতদিনে নিশ্চয়ই কোনও চ্যানেলের প্যানেলে বসে জানিয়ে দিতেন এই দু'য়ের যাবতীয় হাল হকিকৎ তিনি যে সর্বদ্রষ্টা।

ছুটি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১৫ আগস্ট আমাদের পত্রিকার দফতর বন্ধ থাকবে। ফলে ১৬–২২ আগস্ট সংখ্যা প্রকাশিত হবে না। পরবর্তী সংখ্যা থেকে আবার যথারীতি।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য আমাদের পত্রিকার এই সংখ্যা ১ দিন বিলম্বিত হল। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

দিল্লিতে দোস্তি, রাজ্যে কুস্তি

পার্থসারথি গুহ

রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেস একটা কথা সিপিএম এবং কংগ্রেসের আঁতাত নিয়ে প্রায়শই কটাক্ষ করত। তাদের বক্তব্য ছিল, কংগ্রেসের সিপিএম বিরোধিতা আসলে মেকি। এ রাজ্যে বিরোধিতা করলেও আসলে দু'দলের সম্পর্ক মসৃণ। সে জন্য তখন তৃণমূলের স্লোগান ছিল, 'দিল্লিতে দোস্তি, রাজ্যে কুস্তি'। বলাই বাহুল্য কংগ্রেসের প্রতি এই বাক্যবাণ নিক্ষেপ করত তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ ইতিহাসের অদ্ভুত এক পুনরাবৃত্তি দেখছে বঙ্গভূমি। এখন রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল হাজারও তোপ দাগলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের প্রতি এক নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছে। তার জলজ্যান্ত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই সম্প্রতি মোদি সরকারের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সহযোগিতার মনোভাব থেকে। লোকসভায় সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসক দলের পাশে দাঁড়িয়েছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লির রাজনৈতিক অঙ্গনে এই কথা ঘোরাঘুরি করছে যে, সারদা কেলেঙ্কারিতে সিবিআই তদন্তের আঁচ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হঠাৎ করেই গৈরিক দলটির সঙ্গে সমঝোতা করে চলছে ঘাসফুল বাহিনী। যদিও তৃণমূলের অভ্যন্তরেই বিজেপি বিরোধী একটি লবি প্রবল।

সেই লবির দুই হোতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুলতান আহমেদের মুখে লাগাম পরিয়ে দিয়েছেন দলনেত্রী। রাজ্যে তুমুল বিজেপি ঝড় উপেক্ষা করেও তৃণমূল ৩৪টি আসন দখল করার পর লেকে প্রাতঃ ভ্রমণে গিয়ে বেশ কিছু হিন্দিভাষী ভ্রমণকারীর সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন কল্যাণবাবু। পাশাপাশি সংসদে বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন সুলতান আহমেদ, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা। এইসময়ে তৃণমূল সুপ্রিমো কড়া অবস্থান নিয়ে দলের এই বাগী সাংসদদের বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হতে মানা করেন। তার পর থেকেই একরকম লক্ষী ছেলের মতো আচরণ করছেন তৃণমূল সাংসদরা। এ রাজ্যের কংগ্রেস বা সিপিএম সাংসদরা যতটা সরব হচ্ছেন কেন্দ্রের মোদি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আশ্চর্যজনকভাবে চুপ থেকে যাচ্ছে তৃণমূল। এখানেই কথাটা ঘুরে ফিরে আসছে তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে এ রাজ্যের বিরোধী সিপিএম বা কংগ্রেস এখন তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির এই অদৃশ্য সম্পর্ককে অভিহিত করতে পারে, 'দিল্লিতে দোস্তি, রাজ্যে কুস্তি'। বেশ কিছু পদক্ষেপ কেন্দ্রের মোদি সরকার নিয়েছে যা রাজ্যের পক্ষে গিয়েছে। রায়গঞ্জ থেকে কল্যাণীতে এইমস সরানো, অসামরিক প্রতিরক্ষায় রাজ্যের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া, রাজ্যের দাবি মেনে কল্যাণ সিংকে রাজ্যপাল হিসেবে না পাঠানো ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে হাত শক্ত করেছে তৃণমূলের। পাওনা হিসেবে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মোদি সরকারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। যে মোদিকে লোকসভা নির্বাচনের আগে কোমরে দড়ি পড়াবার অঙ্গীকার করেছিলেন তৃণমূল সভানেত্রী তাঁর প্রতি ঘাসফুলের এই নমনীয়তা তাজ্জব করছে রাজ্যবাসীকে। রাহুল সিনহার হাত মজবুত করতে রাজ্যে আসার কথা শোনা যাচ্ছে অরুণ জেটলি, অমিত শাহদের। তাতেও হেলদোল নেই এই পাল্টে যাওয়া তৃণমূলের।

শেয়ার বাজার কী পড়ার সম্ভাবনা আছে?

শুদ্ধাশিস গুহ

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার বাজার একরকম রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে ছুটে চলেছে। মাঝে মধ্যে বাজারে ছোটখাটো কারেকশন আসছে। কিন্তু তাতে একেবারে হেলদোল হচ্ছে না। বরং পড়লেও কিছুদিনের মধ্যে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বাজারের উন্নয়নের গ্রাফ অব্যাহত থাকছে। তবে আগের বেশ কিছু পতনের মতো বাজারে খুব একটা বড়সড় অশনি সঙ্কেত থাকছে না। বরং আগামী দিনে নিফটি এবং সেনসেক্স আরও উর্ধ্বে বিচরণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিফটি এখন রয়েছে ৭৬০০–র ওপরে। একইভাবে সেনসেক্স ২৬ হাজারের ঘর পেরিয়ে গিয়েছে। এখন শেয়ার বাজারে চর্চা চলছে যে, 'স্কাই ইজ দ্য লিমিট'। বৃহত্তর টার্গেট হিসেবে নিফটি ১০ হাজার এবং সেনসেক্স এর জন্য ৩০ হাজারের মাপকাঠি ধরা হয়েছে। শেয়ার বাজারকে টেনে তুলতে অবশ্যই ক্যাপ্টেনের ভূমিকা নিয়েছে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলি। এদের মধ্যে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের মধ্যে রীতিমতো টক্কর চলছে ঊর্ধ্ব গতির। একইভাবে মেটাল বা ধাতু সংক্রান্ত শেয়ার, তথ্যপ্রযুক্তির জগতের শেয়ার যথেষ্ট

আগুয়ান হয়ে রয়েছে। আসলে শেয়ার বাজারের উত্থান বা পতন উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনও না কোনও সেক্টর সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এবারের বাজারের এই চরম উত্থানের পিছনে এই উল্লেখিত সেক্টরগুলি অনুঘটকের কাজ করেছে। বেশ কিছু এমন সেক্টরও রয়েছে যারা এখনও পর্যন্ত নিজেদের গুটিয়ে রেখেছে। হতে পারে পরের মুভমেন্টের সময় এই সব সেক্টরগুলি আবার জ্বলে উঠবে। শেয়ার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য আগামীতে, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত শেয়ারেরও অগ্রগামী হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। হতে পারে এদের হাত ধরেই শেয়ার বাজার পৌঁছে যাবে ১০ হাজারের মাইল স্টোনে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ১০ হাজার রান করার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সুনীল মনোহর গাভাস্কার। পরে তাঁকে টপকে যান মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার এবং রাহুল দ্রাবিড়রা। সেই একইভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজার এবার ১০ হাজারই ক্লাবের মেম্বার হয়ে উঠতে পারে। এটা যদি সম্ভব হয় তবে ভারতীয় অর্থনৈতিক বাজার সম্পর্কে বিদেশের মূল্যায়ন আরও বাড়বে। একথা অস্বীকার করা যাবে না এই মুহূর্তে ভারতের শেয়ার বাজার দ্রুত বেড়ে চলার পিছনে বিদেশিদের হাত সর্বাধিক। বিদেশি ক্রেতারা নিয়মিতভাবে ভারতীয় বাজারে খরিদ করে যাচ্ছেন। দেশে মোদি সরকার আসার পর থেকেই শেয়ার বাজার যেন রকেটের গতিতে ছুটে চলেছে। যদিও গোড়াপত্তন হয়েছিল দেশে লোকসভা ভোটের সময় থেকেই। বাজার যখন থেকে অনুমান করতে শুরু করে যে, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসছেন তখন থেকে বাজারে কেনাকাটার মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। সেটাই এখন আরও পরিপূর্ণ হয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এখন বাজার খুব একটা পড়বে না। মাঝে মধ্যে যাওবা স্ক্রিন লাল হয়ে উঠবে নিমেষেই তা সবুজ করে দেবেন অসংখ্য ক্রেতা।

সুন্দরবন পুজো পরিক্রমার অন্যতম কাণ্ডারী

ভৃগু হালদারের দশম বর্ষ মহাশ্বেতা শারদ সম্মানের কিছু কথা, কিছু কাহিনীর আলোকপাত করলেন *মেহবুব উদ্দিন গাজী*

নোনা জল কাদা মেখে সুন্দরবনের কঙ্কনদিঘি গ্রামে বেড়ে ওঠা। জন্ম ১৯৭২ সালের ২৪ জুলাই। ভৃগুরাম হালদার। বাবা শ্রীনাথ হালদার। জোয়ার প্লাবনে ভাসা এক শ্রাবণ সন্ধ্যায় ছিটে বেড়ার কুঁড়ে ঘরে জন্ম। পঞ্চুরামের পাঠশালায় হাতেখড়ি থেকে কে প্লটের শ্রীপতিনগর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস ১৯৮৯ সালে। শিক্ষার মূল শিকড় বাঁধা সুন্দরবনের নানা দ্বীপ দ্বীপান্তরের স্কুল, সমাজ ও প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে সাহচর্যে। দক্ষিণ বারাসত কলেজ থেকে বি কম. পাস করার পর নানা পত্রপত্রিকায় লেখা শুরু। নানা গুণীজনদের আশীর্বাদে লেখালেখিতে মনোনিবেশ। পরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ. পাস করা। সরকারি চাকরির নানা চেষ্টা করেও ছুঁতে পারেননি এ মানুষটি। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে নানা অভিজ্ঞতায় বারে বারে তুলনা করে সুন্দরবনের প্রকৃতি ও পরিবেশ।

বাঙালির সেরা উৎসব শারদোৎসব নিয়ে শহর কলকাতা কত না জৌলুস, কত ব্যস্ততা, আধুনিকতার মোড়কে শহরে পুজো গ্রামের অনাড়ম্বরে সামান্য বাজেটের পুজোর সঙ্গে যেন বিস্তর ফারাক। প্রশ্ন জাগে মনে মা দুর্গা সুন্দরবনবাসীরও তো মা। সেখানেও তো মায়ের আবাহন আন্তরিকভাবে হচ্ছে। নাইবা জ্বললো বিজলী বাতি, নাইবা বাজল ২০–৩০টা মাইক, বক্স, সেলিব্রিটিদের ফিতে কাটার নেই হিড়িক থিমের ভাবনা তো স্বপ্ন। বিগ বাজেটের চটকদারি মণ্ডপ সজ্জার বালাই নেই শহরের পুজোর সঙ্গে জন্মভুমি সুন্দরবনের পুজোর বিশাল একটা ফারাক নজরে পড়ে। মিডিয়ার দৌলতে শহরের পুজোগুলো সেরা শারদ সম্মান পেয়ে যখন রেডিও–টিভিতে উল্লাসের বার্তা ছড়ায় গ্রামের পুজো কমিটি তখন হ্যাজাক বা জেনারেটারের তেল বাঁচাতে সন্ধার পরে প্রদীপ জ্বালিয়ে হিসাব মেলায়।

ভৃগুরামবাবুর চিন্তা বাড়ল। আচ্ছা শহরের পুজো তাদের ধাঁচে যদি সেরা হতে পারে, গ্রামের পুজো গ্রাম্য ধাঁচে কেন সেরার সম্মান পাবে না। নানা দিক চিন্তা করে নিজেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন তিনি করবেন সুন্দরবন পুজো পরিক্রমা, সালটা ছিল ২০০৫ সাল। ততদিনে পরিবেশবাদী এক মাসিক ট্যাবলয়েড 'মহাশ্বেতা' নিয়মিত বের করতেন। নম দিলেন 'মহাশ্বেতা শারদ সম্মান'। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শতমুখী পরিবেশ কল্যাণ কেন্দ্রের সভাপতি তিনি। ওই ব্যানারে এই কার্যক্রম চলে। সামান্য ৩ বিঘা জমি চাষ আর কয়েকটা টিউশনি পড়িয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালান। তবু অদম্য উৎসাহে এই মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। হাতে লেখা ফরম নিয়ে সাইকেলে চেপে কখনও বা খেয়া পেরিয়ে। রায়দিঘি ও মথুরাপুর থানায় বেশ কিছু পুজো কমিটির পুজো পরিদর্শন করে রিপোর্ট বানালেন। নানা মণ্ডপ ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। উৎসাহ বনাম প্রচেষ্টা ও বদনাম বনাম নিরুৎসাহ থামাতে পারেনি ভৃগুরাম হালদারকে।

সারাবছরের জমানো পয়সায় নিজেই কিনে নিলেন একটা ভিডিও ক্যামেরা। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে নিজেই কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেন তাদের পূজার হাল হকিকত ক্যামেরা বন্দী করেন। নানা জনের সাক্ষাৎকার নেন। ইতিমধ্যে কাশীনগর রায়দিঘি এলাকায় কেবল টিভি অপারেটর রহিম মোল্লা ও অমরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের সঙ্গে ওই চলমান পূজা টিভিতে দেখানোর ব্যবস্থা করেন।

নিজের এলাকার নানা পূজা নিজেদের বাড়িতে বসে দেখার সেকি আনন্দ। সেকি উন্মাদনা। ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন প্রান্তের পূজাকমিটি থেকে অনুরোধ আসে তাদের পুজো যেন এরকমভাবে টিভিতে দেখানো যায়। তাদের পূজা কেমনভাবে আয়োজন করলে শারদ সম্মান পেতে পারে তার আলোচনা পরামর্শ শুরু হয়। সেরা পূজা কমিটিকে তাদের মণ্ডপেই মহাশ্বেতা শারদ সম্মান তুলে দেন ভৃগুরামবাবু নিজেই। দ্বীপের পুজোগুলো কখনও ভুটভুটিতে করে কখনও লঞ্চে করে গিয়ে কভার করেন। দ্বীপাঞ্চলের মণ্ডপে পরিক্রমার দল সঙ্গে ক্যামেরা, বুম যেন স্বপ্নের পূজা। এমনভাবে মানুষের মধ্যে পূজা পরিক্রমার আবেগ গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকলেও বছর বছর অদম্য উৎসাহ নিয়ে ঘরের ছাগল, গরু, মাছ, গাছ বিক্রি করে এমনকী চাষের জমি বন্ধক দিয়ে পরিক্রমার প্রাইজ, গাড়িভাড়া, ক্যামেরা খরচ সহযোগীদের খরচ সামলেছেন। আর্থিক সমস্যায় ভেঙে পড়লেও থেমে যাননি। বিভিন্ন প্রান্তের নানা মানুষের কাছে এই কাজের জন্য সহযোগিতার হাত পেতেছেন। কেউবা মুখ ঝামটা দিয়েছেন। কেউবা নাক সিঁটকে ব্যঙ্গ করেছেন। কেউবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যৎসামান্য দিয়ে কৃতার্থ করেছেন।

বছর আসে বছর যায়, সুন্দরবনের মানুষ ওই কটা দিনকে আনন্দের স্মৃতিতে রাখতে প্রতিমা, পরিবেশ, মণ্ডপ, পুজার আয়োজন, একটু গুছিয়ে একটু অন্যরকম দূষণহীন, পরিবেশ বান্ধব করার চেষ্টা চালাল।

বছর বছর এই পরিক্রমার পরিধি বাড়তে লাগল। সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, কুলপি, মন্দিরবাজার, মথুরাপুর, রায়দিঘি, কুলতলী, জয়নগর, মগরাহাট, বারাসত, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং, বারুইপুর প্রভৃতি এলাকায় এই কর্মকাণ্ড চলছে। ভৃগুরামবাবুর ইচ্ছা সেরকম স্পনসর বা সহযোগিতা পেলে সারা দক্ষিণ ২৪ পরগনাতে এই কর্মসূচি ছড়িয়ে দেবেন। ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ানোর মতোই কাজকে অনেকে বিদ্রুপ করেন। কিন্তু তিনি আজও তার লক্ষ্যে অবিচল এই বছর ২০১৪ তার দশম বর্ষের পূজা পরিক্রমা। এই দশমবর্ষকে তিনি স্মরণীয় করে রাখতে নতুন উদ্যমে নানা পরিকল্পনা নিচ্ছেন। তার মূল উদ্দেশ্য হল, দূষণে বিপর্যস্ত পৃথিবীকে বাঁচাতে মানুষকে সচেতন করতেই হবে। বাঙালির সেরা মহোৎসব এই দুর্গাপূজার প্রাঙ্গণে কোটি কোটি মানুষের কাছে সহজে এই বার্তা পৌঁছে দিতে সুস্থ পরিবেশ গড়ার ডাক দিয়ে এই পরিক্রমা করছেন।

বিভিন্ন ব্লকের সেরা পুজাকে দেন মেগা শারদ সম্মান পরিবেশগত দিক ভেবে দেন নির্মল পরিবেশ পুরস্কার। সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগত দিক বুঝে দেন শারদ সৃজন সম্মান। ছোটখাট নতুন পুজোগুলোকে উৎসাহ দিতে দেন শারদ উৎকর্ষ সম্মান। প্রায় দুই শত পুজো পরিক্রমা করে ৩০–৪০টা পুজো কমিটিকে প্রতিবছর পুরস্কৃত করেন নিজের উদ্যোগে। সেই কয়েকবছর ওই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছেন কিছু কর্পোরেট সংস্থা, সরকারি সংস্থা, সামান্য হলেও তাদের এই সাড়াকে এই সহযোগিতাকে মাথায় নিয়ে আরও নতুন কিছু করে দেখানোর আশায় তিনি এবছর ফোকাস বাংলা টিভিকে মিডিয়া পার্টনার করেছেন। আমার এফএমকে রেডিও পার্টনার করেছেন। আরও পার্টনার খুঁজছেন। আগ্রহী মানুষ তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করবেন — ৯৮৩৬৮১৪৪৮০

পরিবর্তনের পরও জেলার ক্ষুদ্র সংবাদপত্রগুলো সেই তিমিরেই

কুনাল মালিক

কলকাতা: বাম আমলে জেলায় জেলায় ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্র যে তিমিরে ছিল 'পরিবর্তনের' পর তাদের সেই একই অবস্থা। ১৯৭৮ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর শশাঙ্ক শেখর সান্যালের নেতৃত্বে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্র নিয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের প্রভাব কতটা তা কমিটি অনুসন্ধান করে এবং আর্থিকভাবে তাদের সহযোগিতা করার জন্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতর থেকে সারা বছরে নামমাত্র টাকার বিজ্ঞাপন ছাড়া বাম আমলে কিছুই পায়নি জেলার আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলি। রাজ্যে পরিবর্তনের পর তৃণমূল সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১২ সালের ১৫ মার্চ একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেন। যার মাথায় বসান নাট্যকর্মী বর্তমানে সাংসদ অর্পিতা ঘোষকে। সেই টাস্ক ফোর্সের কার্য্যালয় হয় তথ্য কেন্দ্রের তিন তলায়। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রচারের জন্য জেলার ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। অর্থ দফতর তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিকদের থেকে পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের তালিকাও জমা নেয়। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সব ধামাচাপা পড়ে যায়। অর্থ দফতর টাকা ফেরৎ নিয়ে নেয়।

জেলায় ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সম্পাদকরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও নিষ্ঠাভাবে কাগজ প্রকাশ করে আসছে। আর্থিক প্রতিকূলতা তো আছেই, তার সঙ্গে নানা সমস্যাও আছে। যেমন জেলার আরএনআই প্রাপ্ত সংবাদপত্রের জন্য একটি মাত্র অ্যাক্রিডেশন কার্ড দেওয়া হয়। সেই কার্ডে আগে মহাকরণে প্রবেশ করা যেত, কিন্তু এখন প্রবেশ করা যাচ্ছে না। তাহলে জেলার ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সম্পাদক বা সাংবাদিকরা কি এভাবেই বৈষম্যের শিকার হবে? বাম জমানার শেষের দিকে অ্যাক্রিডেশন কার্ড হোল্ডার সাংবাদিকদের সরকারি বাসে ফ্রিতে যাতায়াতের জন্য কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছিল। তাও এখন বন্ধ।

জেলার ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের কোনও সরকারি স্বীকৃতি বা পুরস্কারও পরিবর্তনের সরকার ঘোষণা করেনি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের সবিনয় অনুরোধ, আপনি নিজে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী, বিষয়টি নিয়ে মানবিকভাবে কিছু ভাবুন।

সয়াবিন থেকে দুধ, ছানা, পনির তৈরির মেশিন

সয়াবিন অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং উপকারী খাদ্য। এই মেশিনের সাহায্যে কাঁচা সয়াবিনের দানা থেকে দুধ, ছানা ও পনির তৈরি সম্ভব। ১ কেজি সয়াবিন থেকে ২৫ লিটার দুধ পাওয়া যাবে। এই মেশিনটি চালাতে হলে ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে হেলথ সার্টিফিকেটও থাকতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ অফিস থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস বা মিউনিসিপ্যাল অফিস বা আঞ্চলিক হেলথ সেন্টার থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য পাবেন।

কীভাবে করবেন:

উৎকৃষ্টমানের সয়াবিনের দানা পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশের ভূপাল অঞ্চলে। সয়াবিনের দানা থেকে দুধ তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে পরিস্রুত পানীয় জলের প্রয়োজন। ১ কেজি সয়াবিনের দানা থেকে দুধ তৈরি করতে ২৫ লিটার জল লাগবে। মেশিনের হপারে প্রথমে পরিমাণ মতো কাঁচা সয়াবিনের দানা দিতে হবে। এরপর মেশিন চালু করলে আপনা থেকেই দুধ তৈরি হয়ে যাবে। দুধ থেকে ছানা ও পনির তৈরির জন্য আলাদা আলাদা অ্যাটাচমেন্ট ব্যবহার করতে হবে। মেশিনটি চালাতে মোটর লাগবে ২ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০–৪৪০ ভোল্ট।

মেশিনের দাম:

সয়াবিন থেকে দুধ, ছানা, পনির তৈরির মেশিনটির মোটর–সহ দাম পড়বে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা।

টিউবলাইটের চোক তৈরির মেশিন

স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, দোকান–বাড়ি সর্বত্রই টিউবলাইটের ব্যবহার হয়। ফলে সারাবছরই টিউবলাইটের চোকের চাহিদা থাকে। এই মেশিনের সাহায্যে টিউবলাইটের চোক তৈরি করে যে কোনও বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে সরবরাহ করতে পারেন।

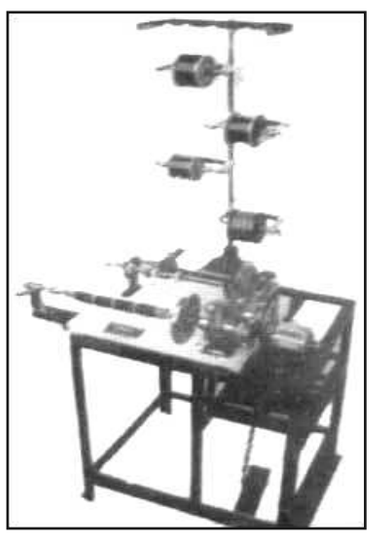

কীভাবে করবেন:

দোকান থেকে প্রথমে অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তারের রোল কিনে আনতে হবে। চাঁদনি চক বা ওয়েলিংটন অঞ্চলে এই তারের রোল কিনতে পাওয়া যায়। তারের গেজের তারতম্য অনুযায়ী দামেরও তারতম্য হয়। টিউবলাইটের চোক তৈরি করতে সাধারণত ১৮ থেকে ২০ গজ পর্যন্ত তারে প্রয়োজন হয়। মেশিনের একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে ববিন থাকে। ববিনের নীচে যে মাপের চোক বানানো হবে সেই মাপের ট্রান্সফর্মার বক্স থাকে। তারটিকে ববিনে জড়িয়ে মেশিন চালু করলে টিউবলাইটের চোক তৈরি হয়ে যাবে। মেশিনটি চালাতে বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

মেশিনের দাম:

টিউবলাইটের চোক তৈরির হস্তচালিত মেশিনের দাম ৬ হাজার টাকা। মোটরচালিত মেশিন হলে রেগুলেটর সমেত হাইস্পিড মোটরের দাম বাবদ আরও দেড় হাজার টাকা বেশি লাগবে। টিউবলাইট সাধারণ ভাবে গৃহস্থের ঘর থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক দফতর, অফিস কাছারি সর্বত্র শোভা পায়। তাই এর চাহিদাও রয়েছে নিত্যনৈমিত্তিক ভাবে। ফলে টিউবলাইটের বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ভালো বাজার রয়েছে। বিশেষ করে চোক যদি এভাবে নির্মাণ করা যায় এবং সঠিকভাবে তা বিপণন করা সম্ভব হয় তবে আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল হওয়া সম্ভব।

খাতা তৈরির মেশিন

স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত সর্বত্র সারাবছরই খাতার চাহিদা থাকে। লাইন–টানা, সাদা বিজ্ঞানের প্র্যাক্টিক্যাল খাতা, হিসাবশাস্ত্রের লেজার বুক প্রভৃতি বিভিন্নরকম খাতা তৈরি করে স্কুলে বা দোকানে সাপ্লাই করতে পারেন।

কীভাবে করবেন:

প্রথমে বাজার থেকে রিম কাগজ কিনে আনতে হবে। সস্তায় এই কাগজ পাবেন বৈঠকখানা বাজার ও রাজাবাজার অঞ্চলে। এরপর পেপার কাটিং মেশিনের সাহায্যে খাতার মাপ অনুযায়ী তা কেটে নিতে হবে। লাইন টানা খাতা বা লেজার বুক তৈরি করতে রুলিং মেশিনের প্রয়োজন। রুলিং মেশিনের সাহায্যে সাদা পাতায় প্রয়োজন মতো লাইন টেনে নেওয়া যায়।

পৃষ্ঠা নম্বর বসানোর জন্য বা সিরিয়াল নম্বর লেখার জন্য প্রয়োজন কাউন্টিং মেশিনের। বিভিন্ন ডিজাইনের বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন সাইজের মলাট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। খাতা সেলাইয়ের জন্য প্রয়োজন স্টিচিং মেশিন। প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট সংখ্যক পাতা মলাটসমেত একত্র করে স্টিচিং মেশিনের সাহায্যে সেলাই করে নিতে হবে। খাতা তৈরির পর খাতার কাগজগুলো ফুলে থাকলে একটি হার্ডপ্রেসে অনেকগুলো খাতা পরপর সাজিয়ে চাপে রেখে দিতে হবে। এভাবে ঘণ্টা দুই–তিন থাকার পর খাতাগুলি সমান হয়ে যাবে। কার্যক্ষমতা অনুযায়ী মোটরচালিত পেপার কাটিং মেশিনের জন্য মোটর লাগবে ১–২ হর্সপাওয়ার এবং বিদ্যুৎ লাগবে ২২০ ভোল্ট।

মেশিনের দাম:

৩০ ইঞ্চি মোটরচালিত কাটিং মেশিনটির দাম পড়বে ১,২৫,০০০ টাকা। রুলিং মেশিনের দাম ৮০,০০০ টাকা। স্টিচিং মেশিনের দাম ৩০,০০০ টাকা। কাউন্টিং মেশিনটি মোটরচালিত হলে দাম পড়বে ৩০,০০০ টাকা এবং হস্তচালিত হলে তার দাম পড়বে ১,২০০ টাকা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ আগস্ট–১৫ আগস্ট, ২০১৪

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

টুকরো–টাকরা

নিখোঁজ মা ও মেয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: গত ১ আগস্ট সকালে মা ও মেয়ে নিখোঁজ বলে রত্নেশ্বরপুরের দীপক হালদার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। গত ৩১ জুলাই দীপক বাড়িতে এসে দেখেন স্ত্রী সন্ধ্যা ও মেয়ে মৌসুমী বাড়িতে নেই। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও না পেয়ে দীপকবাবু থানায় যান। তিনি অভিযোগ জানান, ডায়মন্ডহারবারের বনবাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা শুভেন্দু গায়েন বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর স্ত্রী সন্ধ্যাকে বিভিন্ন কাজের প্রলোভন দেখাচ্ছিল। সন্দেহ শুভেন্দু কাজের প্রলোভন দেখিয়ে আমার স্ত্রী ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মেয়েকে পাচার করে দিয়েছে। ঘটনার পূর্ণ তদন্তে নেমে পুলিশ জানায়, অভিযোগ পেয়ে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে কোনও প্রেম ঘটিত বিষয় জড়িত আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আজাদ হিন্দ সংঘের সৃজনশীল সাংস্কৃতিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত আজাদ হিন্দ সংঘ পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে গত ১ আগস্ট থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত সাতগাছিয়া মোড়ে সৃজনশীল সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্রবিতরণ, কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। তাদের এই উৎসব এইবছর সপ্তম বর্ষে পদার্পন করল। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বুচান ব্যানার্জি, নারী শিক্ষা ও কর্মাধ্যক্ষ অর্চনা বাগ, প্রধান টুটু সাহা, উপপ্রধান আফসার দর্জি প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন উদয় মণ্ডল ও কল্যাণ দাস।

অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: প্রখ্যাত আইনজীবী অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় গত ১৯ জুলাই প্রয়াত হলেন। ১৯২৪ সালে হুগলির বলাগড়ে তাঁর জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজের স্থায়ী বাসিন্দা হন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বিএ. পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম পড়তেন। নুঙ্গী স্কুলে শিক্ষকতা করতে করতে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন। ভারতবর্ষ, জনসেবক পত্রিকায় সাংবাদিকতাও করেছেন। পরবর্তী সময়ে পুরোপুরি আইনজীবী হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্ম তৎপর ছিলেন। আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর। তিনি দুই পুত্র ও এক কন্যাকে রেখে গেলেন।

সাইকেল, মাছের চারাপোনা, হাঁড়ি প্রদান মৎস্য দফতরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ীদের (যারা পাড়ায় পাড়ায় মাছ বিক্রি করেন) সাইকেল, মাছ রাখার বাক্স, দাঁড়িপাল্লা, বঁটি প্রদান করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে। ৩১ জুলাই বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে ৬ জন উপভোক্তার হাতে এই সব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও অমর বিশ্বাস, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। সভাপতি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৎস্য বিক্রেতাদের কথা ভেবে এই প্রকল্প রূপায়ন করেছেন। কেউ যেন সাইকেল ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রি করে না দেন, সামগ্রীগুলো ব্যবসার কাজে লাগেন। ২ আগস্ট এই ব্লকেই ৩৬ জন মৎস্য চাষীদের ১০ কেজি করে মাছের চারাপোনা, মাছের খাবার, চুন এবং একটি হাঁড়ি দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি স্বপন রায় ব্লক মৎস্য আধিকারিক উমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ তপন মাঝি, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তুষার সরকার প্রমুখ।

সুন্দরবনের বড় বহুমুখী বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র কাকদ্বীপে

মেহবুব গাজী

ডায়মন্ডহারবার: বুধবার কাকদ্বীপে একটি বহুমুখী বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র, তিনটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। স্বামী বিবেকানন্দ পঞ্চায়েতের বুদ্ধপুরে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছে। ২০০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয় সরকারকে। এদিন উদ্বোধন করার পর মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দুর্গত মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার জন্য এই কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি সুন্দরবনের সবচেয়ে বড়। বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা যাবে কেন্দ্রটি। দ্বিতল কেন্দ্রের ওপরতলায় দশটি ঘর আছে। দেড় হাজার মানুষের জায়গা হবে এখানে। নীচে গবাদি পশু রাখার ব্যবস্থা আছে। সারা বছর এটি ব্যবহার করা যাবে। বছরের অন্য সময় পাশে প্রাইমারি স্কুলের ক্লাস ঘর হিসেবে ব্যবহার হবে। এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৫ সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে দেওয়া হল। আগামী দিনে কমিটি দেখভাল করবে। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে সাগর পর্যন্ত এরকম অনেক কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

সুন্দরবনের উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনার কথা জানিয়ে মন্টুরাম বলেন, 'সুন্দরবন জুড়ে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য বড় ও ছোট সেতু। পাশাপাশি তৈরি করা হচ্ছে নতুন রাস্তা। আগামী বছরের মধ্যে সুন্দরবনে কোনও কাঁচা রাস্তা থাকবে না। যে রাস্তাগুলো তৈরি হয়ে গেলে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ সহজে এক জায়গা থেকে অন্যত্র পৌঁছে যেতে পারবে। নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে পারবে। আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব হবে। সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।'

অন্যদিকে কাকদ্বীপ বিডিও অফিস থেকে মধুসূদনপুর এলাকায় তিনটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এছাড়া এলাকার লক্ষ্মীপুর গ্রামের দেড় হাজার বাসিন্দাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য নতুন ট্রান্সফর্মারের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিন উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, বিডিও অভিজিৎ চৌধুরী, সহকারি বিডিও সমীরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্টরা।

বারাসতে ১০০ বাসের পারমিট প্রদান সহ ডায়ালেসিস ওয়ার্ডের উদ্বোধন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা: রাজ্য জুড়ে যে হারে জনপদের বৃদ্ধি ঘটেছে, সেই হারে বাড়েনি জলপথ। বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় জনবিস্ফোরণের আকার নিয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বিভিন্ন যানবাহন। এ সত্ত্বেও জনসংখ্যার তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা নিতান্তই কম বলা চলে। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ১ আগস্ট এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ করল পরিবর্তনের সরকার। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় বাস চালানোয় বেসরকারি ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগালো উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এদিন জেলা শহর বারাসতে জেলা

প্রশাসনিক ভবনের পার্শ্বস্থ মঞ্চে ১০০টি বেসরকারি বাসের ১৫টি রুট পারমিট প্রদান অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ভারপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা শাসক সঞ্জয় বনসল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের পূর্তস্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামী, মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সম্রাট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এ জেলার উন্নয়নের অন্যতম কারিগর হিসেবে সঞ্জয় বনসলের ভূয়সী প্রশংসা করেন পরিবহন মন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী উভয়েই। মদন মিত্র বলেন, 'পরিবহনের উপর সরকারের নজর আছে। আরও অনেক রুটের পারমিট দেওয়া হবে। পুজোর আগে অনেক বাস কলকাতা শহরে নামানো হবে। যাতে যাত্রীদের কোনও অসুবিধা না হয়। এসএস ৩৪ তৈরির চেষ্টাও চালানো হচ্ছে।' টোটো রিকশা প্রসঙ্গে মদনবাবু বলেন, 'এই রিকশা চলাচলে অল্প পয়সায় যাত্রী পরিষেবা ভালই হয়েছে। এই রাজ্যের থেকে দিল্লিতে টোটোর সংখ্যা অনেক বেশি।' জুলুমকারীদের বিরুদ্ধে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ট্রেড ইউনিয়নের ভয় দেখিয়ে যাত্রীদের উপর জুলুম করা যাবে না। পরিবহন দফতরের সদস্য গোপাল শেঠ বলেন, 'নতুন রুটের এই বাসগুলি উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা থেকে কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ইতিমধ্যেই যানবাহনের পরিমাণ যথেষ্ট অপ্রতুল। এ কারণে প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে যানজটের শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে সকালে ও বিকালের অফিস ও স্কুল–কলেজ যাতায়াতের সময়গুলি যানজট দুর্ভোগের চরমসীমা অতিক্রম করে। তার উপরে নতুন করে এতগুলি বাসের পারমিট প্রদান গোদের উপর বিষফোঁড়া হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞমহল।

একই দিনে পারমিট প্রদানের পাশাপাশি বারাসত জেলা হাসপাতালে পাঁচ শয্যাবিশিষ্ট ডায়ালেসিস ওয়ার্ডের উদ্বোধন হয়। এটি উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি বলেন, 'এখন থেকে এ হাসপাতালে বিপিএল তালিকাভুক্তদের মাত্র দেড়শ টাকায় ডায়ালেসিস পরিষেবা মিলবে। এইসঙ্গে এদিন ভারপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ হাসপাতালে মেট্রোডেয়ারি দুধের একটি বিপণন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

বারুইপুর হাসপাতাল চত্বরে মাইক বাজিয়ে সিটি স্ক্যানের উদ্বোধন

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর: ১ আগস্ট বারুইপুর হাসপাতাল চত্বরে তারস্বরে মাইক বাজিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় সিটি স্ক্যান উদ্বোধন করেন বারুইপুরের বিধায়ক তথা বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে গরিব মানুষের জন্য অল্প খরচে সিটি স্ক্যানটি বসানো হল। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তিরায় চৌধুরী, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক নির্মল মণ্ডল, ডঃ সমরজিৎ নস্কর, ডঃ সুবীর গাঙ্গুলী ও অপূর্ব সাহা। এই সিটি স্ক্যানের তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় থাকবে স্পন্দন ডায়াগনেস্টিক সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড। বিমানবাবু বলেন, এই সিটি স্ক্যানটি ভারতবর্ষের অত্যাধুনিক মানের ৬ নম্বরে। উন্নতমানের ১৬ স্লাইসের সিটি স্ক্যান। কোম্পানির নাম জিই। সিটি স্ক্যানটি চালু থাকবে ২৪ ঘণ্টা ৩৬৫ দিনের জন্য। আরজিকর হাসপাতালে যে সব সিটি স্ক্যান আছে তাদের থেকে অনেক বেশি উন্নতমানের এই সিটি স্ক্যানটি আজ চালু হল। অন্যান্য জায়গায় বে সরকারিতে সিটি স্ক্যান করতে গেলে খরচ পড়ে ২২০০ টাকা, এখানে খরচ পড়বে ৫০০ টাকা। শুধু তাই নয় বিমানবাবু বলেন বিপিএল কার্ড যাদের আছে তারা বিনা পয়সায় এই সিটি স্ক্যান করাতে পারবেন। এরপর বলেন বারুইপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে আর মাত্র তেরো মাসের মধ্যে এর উদ্বোধন হবে। এই হাসপাতালের খরচ হচ্ছে ৬৩ কোটি টাকা সুতরাং রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নয়নের দিকটা দেখছে তাতে সাধারণ গরিব মানুষের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে চিকিৎসা করাতে। বিমানবাবু আরও বলেন, চিকিৎসকদের আমি বলব আপনারা সিট পুরোপুরি ভাবে পাকা না করে হাসপাতালের রোগীকে কোথাও রেফার করবেন না। কারণ, দেখা গিয়েছে রোগী রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সিট নেই বলে। এইভাবে রোগী ও বাড়ির লোকদের হয়রানি হয়। এমন অবস্থা হয় রোগী রাস্তায় মারা যায়। সুতরাং বেড ঠিক না করে হাসপাতালে রেফার করবেন না।

পুর আধিকারিকের আচরণে কর্মীরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: সোনারপুর–রাজপুর পুরসভায় আধিকারিক অনুপ মণ্ডলের অত্যন্ত খারাপ আচরণে নিচু তলার কর্মীরা ক্ষুব্ধ। তৃণমূল বোর্ড ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধিকারিক অনুপ মণ্ডল আরও যেন বেশি করে চিৎকার ও নোংরা ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছেন। পুরসভার কর্মীরা অনুপবাবুর বদলি চাইছেন। সাধারণ মানুষ কোনও কাজের ব্যাপারে গেলে তিরিক্ষি মেজাজ শুরু করে দেয়। একদিন এক মহিলা পুরমাতার সঙ্গে নিন্দনীয় ব্যবহার করেছেন সেই ব্যাপার নিয়ে তুমুল ঝড় ওঠে পুরসভায়। তাঁকে ই.ও সাহেব বলতে হবে অনুপ 'দা কিংবা অনুপবাবু বলা চলবে না। কিছুদিন আগে এক ব্যক্তিকে দ্বিতীয়ার্ধে আসতে বলে তার সঙ্গে চরম অসভ্য ব্যবহার করে ঘর থেকে বের করে দেন অনুপবাবু। পুরকর্মীরা বলেন, উনি বদলি হয়ে অন্য আর একজন আসলে আমাদের পুরসভা অনেক ভাল চলবে। বর্তমানে মহকুমা শাসক কাজ চালাচ্ছেন, কিন্তু কোনও কনট্রাক্টরের বিল পাস হচ্ছে না। সাধারণ মানুষেরা জলের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন কারণ, ফেরুল নেই বলে।

নবম শ্রেণীর নয়া পাঠ্যবই নিয়ে অনিশ্চয়তা

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা: জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এই দলিল দু'টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১–এ রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা, পুনর্বিবেচনা ও পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই কমিটির 'বিষয় বিশেষজ্ঞ'দের দ্বারাই এপর্যন্ত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক সংশোধিত করে প্রায় সাড়ে সাত কোটি সুচিত্রিত উত্তমমানের পাঠ্যপুস্তক রাজ্য সরকারের নিজ উদ্যোগে ছাপা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। প্রকাশকদের নিকট পর্ষদের বক্তব্য, নবম শ্রেণীর সাতটি বিষয়ের পাঠ্যবই তৈরি করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু প্রকাশকদের পক্ষে এখনও বই তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে পর্ষদের কাছে বই পাঠানো যায়নি নির্দিষ্ট সময়ে। ফলস্বরূপ বর্তমানে তা নিয়ে এক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আগামী ২০১৫–র শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম পরিবর্তন হচ্ছে। সেজন্য সরকারি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' সাতটি বিষয়ের পাঠ্যসূচিপত্র তৈরি করে গত মে মাসের শেষ ভাগে প্রকাশকদের কাছে বিতরণ করে সেই অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার জন্য। প্রকাশকদের বক্তব্য, মাত্র

> **কিন্তু এত কিছুর পরেও আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই তুলে দেওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।**

দু'মাস জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে কোনও লেখককে দিয়ে পুস্তক লিখিয়ে সেই পুস্তকের প্রয়োজনীয় চিত্র সংগ্রহ করে, তা ছাপিয়ে সংশোধন করে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পর্ষদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকাশকদের বক্তব্য, আরও কিছুটা সময় দেওয়া পর্ষদের উচিত ছিল। এদিকে পর্ষদের বক্তব্য, প্রকাশকদের সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁরা দু'মাস চেয়ে ছিল, তা দেওয়া হয়েছে। এখন প্রকাশকরা তা অস্বীকার করলে পর্ষদ বিপদে পড়বে। সময় মতো শিক্ষার্থীদের কাছে বইগুলি দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা প্রকাশকদের দেওয়া বইগুলি পেলে সেগুলি অভিজ্ঞ শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কাছে পাঠাবো। সেগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য। বইগুলি পাঠ্যসূচি অনুযায়ী লেখা হয়েছে কি না দেখার জন্য। এখানে বইগুলির গুণমানও বিচার করা হবে। তারপরেই প্রকৃতপক্ষের প্রকাশকদের বইগুলি ছাপানোর অনুমতি দেওয়া হবে। ফলস্বরূপ এই বিরাট প্রক্রিয়ায় অনেকটা সময় লাগবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে প্রথম থেকে অষ্টম এই আটটি শ্রেণীর প্রায় সমস্ত পাঠ্যবই পশ্চিমবঙ্গ 'প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ' ও 'পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ' নিজেরাই প্রকাশ করে। কেবল নবম থেকে দ্বাদশ এই চারটি শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশকরা প্রকাশ করছে।

বেআইনিকে আইনি করার পুর–প্রবঞ্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ১৯৮০–র কলকাতা পুর আইনের ৪০০ নম্বর ধারায় পুরসভাকে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কমবেশি জরিমানা (রিটেনশন চার্জ) নিয়ে বেআইনি নির্মাণকে বৈধতা (রেগুলারাইজড) দেওয়ার আধিকার পুরসভাকে দেওয়া হয়নি। সেই নির্মাণ ছোট হোক অথবা বড় হোক। যে কোনও জরিমানা আদায়ই বেআইনি। কিন্তু পুরসভায় ১৯৮৪ থেকে জরিমানা নিয়ে বেআইনি নির্মাণকে ছাড়পত্র দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। পুর আইনের ৪০০ নম্বর ধারায় কী বলা আছে – ১) পুর আইনের ৩৯৬ নম্বর ধারার বিধান লঙ্ঘনে কিংবা তদাধীনে প্রণীত বিধিভঙ্গ করে কিংবা কোনও অনুমোদন ছাড়া যদি কোনও দালান নির্মাণ বা কোনও কাজ আরম্ভ করা হয়ে থাকে বা পুরোদমে কাজ চলে কিংবা নির্মাণ বা কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে সেক্ষেত্রে পুর কমিশনার এই আইনের বিধানে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন। তাছাড়া উক্ত আদেশে সেই দায়ী ব্যক্তি যাঁর দ্বারা ওই নির্মাণ কাজ চলছে বা সম্পূর্ণ হয়েছে সেক্ষেত্রে পুর কমিশনার এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্যান্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

উক্ত আদেশে সেই দায়ী ব্যক্তি যাঁর দ্বারা ওই নির্মাণ কাজ চলছে বা সম্পূর্ণ করা হয়েছে তাঁকে সেই নির্মাণ ধ্বংস করে দেবার জন্য যথোপযুক্ত কারণ উল্লেখ করে পাঁচ দিনের মধ্যে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে সময় নির্দিষ্ট করে আদেশ জারি করবেন। তবে শর্ত থাকে যে উপরোক্ত ধ্বংস করার আদেশ পুর মহাধ্যক্ষ যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেভাবে সেই দায়ী ব্যক্তির ওপর নোটিশ জারি করে তাঁর বিরুদ্ধে কেন উপরোক্ত আদেশ দেওয়া যাবে না সে বিষয়ে তাঁর

কোনও বক্তব্য থাকলে তা জানবার সুযোগ দেবেন। আরও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সে ক্ষেত্রে পুর মহাধ্যক্ষ সেই একই আদেশে কিংবা এই ধারার প্রথম শর্তানুযায়ী নোটিশ দেওয়া কালে অথবা পরবর্তী সময়ে ভিন্ন আদেশের ৩ নম্বর উপধারানুসারে সেই নির্মাণ ধ্বংস করার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল সময়কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সেই ব্যক্তিকে উক্ত নির্মাণ বা কার্য করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারেন। ২) যদি সেই নির্মিত দালানটির ও জমির বার্ষিক সম্পত্তি কর ধার্য করা হয়েছে অথচ তার কোনও গুরুত্ব না দিয়েই পুর মহাধ্যক্ষ ১ নম্বর উপধারা অনুসারে যথাবিহিত আদেশ দিতে পারবেন। ৩) ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী পুর মহাধ্যক্ষের প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৪১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত পুর বিল্ডিং ট্রাইব্যুনালের কাছে সেই আদেশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করা যাবে। ৪) ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৩ নম্বর উপধারা অনুযায়ী আপিল করা হলে পুর বিল্ডিং ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনে শর্তাদি আরোপ করে সেই আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী আদেশ দেওয়াকালীন দালানের নির্মাণ কার্য বা অন্য কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যেখান সেই আদেশের প্রয়োগের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দেবেন না। ৫) এই ধারায় প্রদত্ত বিধান ছাড়া পুর মহাধ্যক্ষ–এর আদেশের বিরুদ্ধে কোনও আদালত কোনও মামলা, আবেদন বা অন্য কোনও সুযোগ সুবিধার আবেদন গ্রহণ করবেন না কিংবা এই ধারার বিধান অনুযায়ী তাঁকে কোনও আদেশ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। ৬) পুর বিল্ডিং ট্রাইব্যুনালের দেওয়া কোনও আপিলের প্রদত্ত আদেশের স্বপক্ষে, ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী পুর কমিশনারের আদেশই চূড়ান্ত ও অন্তিম বলে গণ্য হবে। ৭) যেক্ষেত্রে ১ নম্বর উপধারা অনুযায়ী পুর মহাধ্যক্ষের প্রদত্ত আদেশটির বিরুদ্ধে কোনও আপিল না করা হয় কিংবা আপিল করা হলে সেটি কিছু পরিবর্তন করে বা না করে বহাল রাখা হয় সেক্ষেত্রে যাঁর বিরুদ্ধে সেই আদেশটি দেওয়া হয়েছে তাঁকে সেই আদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকরি করতে হবে যদি না আপিল আদেশে পুর বিল্ডিং ট্রাইব্যুনাল অন্যসময়কাল নির্ধারিত না করেন। সেই সময়কালের মধ্যে আদেশটি পালন না করলে পুর মহাধ্যক্ষ সেই দালানের নির্মাণ বা অন্য কাজটির ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতে পারবেন এবং তজ্জন্য যাবতীয় খরচাদি বকেয়া কর হিসেবে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন। ৮) এই ধারায় যাই যাক না কেন, যদি মেয়র পারিষদের (বিল্ডিং) এই ধারণা হয় যে নির্মাণ বা অন্য কার্যটি এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করে করা হয়েছে তা হলে উপযুক্ত কারণাদি লিপিবদ্ধ করে তৎক্ষণাৎ সেই দালান বা সেই কাজটি ধ্বংস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সুতরাং কলকাতা পুর আইনের এই ৪০০ নম্বর ধারায় জরিমানার কোনও উল্লেখ নেই। তা সত্ত্বেও ১৯৮৪ থেকে সংশোধিত কলকাতা পুর আইন চালু হওয়ার পর থেকেই জরিমানা নেওয়ার চল শুরু হয়। বাম আমলে এর পথচলা শুরু হলেও পুরসভার ভাণ্ডারে যে টাকা ঢুকছে সেটা আইনি না বেআইনি দেখার প্রয়োজন বোধ না করেই তৃণমূল পুরবোর্ডও সেই বেআইনি পথ থেকে সরে আসেনি। গত প্রায় ১৪ মাসে জরিমানা নিয়ে বেআইনি নির্মাণকে ছাড়পত্র দেওয়ার সংখ্যা প্রায় ৫০০০। এ পর্যন্ত মোট জরিমানার পরিমাণ প্রায় ২০০ কোটি টাকা। শেষ গত ২০১৩–'১৪ অর্থবর্ষে বেআইনি নির্মাণকে বৈধ করে পুরসভা জরিমানা বাবদ পেয়েছে ৬৫ কোটি টাকা। আর পকেট ভরেছে এক শ্রেণীর পুর আধিকারিক এবং রাজনৈতিক নেতারা।

মহানগরে

আগামী ডিসেম্বরে ডিজেলে ভর্তুকি শূন্য হতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের বর্তমান যা দাম আগামী তিন মাসে সে দাম যদি না বাড়ে তাহলে আগামী ডিসেম্বর থেকেই ডিজেলের দাম নিয়ন্ত্রিত হবে। আর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের বর্তমান দাম যদি আরও কমে যায় তাহলে এ ঘটনা আরও আগেই ঘটে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারি এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে। তেল সংস্থাগুলির লিটার পিছু ডিজেল বিক্রির ওপর ভর্তুকির পরিমাণ চলতি মাসের শুরুতে কমে দাঁড়িয়েছে ১.৩৩ টাকা। যা এখন পর্যন্ত সব থেকে কম। পূর্বতন ইউপিএ সরকার ২০১৩'র জানুয়ারিতে ভর্তুকি কমাতে প্রতিমাসে ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৫০ পয়সা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বর্তমান মোদি সরকারও আগের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকায় ডিজেলে ভর্তুকির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়েছে। মে মাসে মোদি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন লিটার প্রতি ডিজেল ভর্তুকি ছিল ৪.৪১ টাকা। প্রসঙ্গত, ২০১০–এর জুনে পেট্রোলের দাম 'বিনিয়ন্ত্রিত' হয়। ফলে পেট্রোল উত্তোলন ব্যয়ের সঙ্গে তার দাম মোটামুটি ভাবে সমানই থাকে। এদিকে বর্তমানে প্রতি লিটার নীল কেরোসিনে ৩২.৯৮ টাকা এবং ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসে (১৪.২ কেজি) ৪৪৭.৮৭ টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল বিপণন সংস্থাগুলি।

প্রপার্টি ট্যাক্স আদায়ে এসএমএস অ্যালার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আগামী ডিসেম্বর থেকে 'প্রপার্টি ট্যাক্স' আদায়ের কাজে গতি আনতে করদাতাদের মোবাইলে এসএমএস অ্যালার্ট পাঠাবে কলকাতা পুরসভা। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রপার্টি ট্যাক্সের ডিমান্ড বিল তৈরি হয়ে যাওয়া মাত্র করদাতার মোবাইলে এসএমএস চলে যাবে। তাতে ট্যাক্সের পরিমাণ এবং প্রপার্টি ট্যাক্স শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পুরসভার পক্ষ থেকে অনুরোধও জানানো হবে। পুরকর্তাদের বক্তব্য, সরকারি–বেসরকারি প্রায় প্রতিটি ব্যাঙ্ক ও ইনকাম ট্যাক্স দফতরে এই এসএমএস অ্যালার্ট ব্যবস্থা চালু হলেও পুরসভাস্তরে তার ব্যবহার দেশে এখন শুরু হয়নি। এর ফলে প্রপার্টি ট্যাক্স আদায়ের কাজে আরও গতি আসবে বলে পুর–কর্তাদের ধারনা। বর্তমানে এই অ্যালার্ট পাঠানোর জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব পুর তথ্য–প্রযুক্তি বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য করদাতাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। মূলত, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে পুর আধিকারিকরা বকেয়া বিপুল পরিমাণ প্রপার্টি ট্যাক্স আদায়ে জোরও খাটাতে পারছিল না। তাই বিকল্প পথে তাঁদের খুঁজে বের করতে হচ্ছে। পুর হিসেব অনুযায়ী কলকাতার ১৪১টি ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট করদাতার সংখ্যা ৬.১ লক্ষ। জোকা–১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পুরসভার অধীনে চলে আসায় আগামী দিনে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে অনাদায়ী করদাতার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ৯ আগস্ট–১৫ আগস্ট, ২০১৪

ক্ষমা করো ক্ষুদিরাম

ক্ষমা করো প্রফুল্লচাকী, ক্ষুদিরাম বোস, বিনয়–বাদল–দীনেশ প্রমুখ মুক্তিপথের অগ্রদূত শহিদরা। আগস্ট মাস চলছে। ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ফাঁসীতে তাঁর তারুণ্যভরা জীবনকে এক লহমায় শেষ করে দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস তোমাদের মনে রাখেনি, যথাযথ সম্মান দেয়নি। তাই তোমরা প্রায় উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছ। দিল্লির লালকেল্লার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রদর্শন কক্ষে, জওহরলালের বাড়ির নিকটবর্তী এলাহাবাদ মিউজিয়ামের অলিন্দে আর দিল্লির এক বিশেষ পরিবারের বশংবদদের দিয়ে লেখানো ইতিহাসের পাতায়। শহিদ সুখদেব, রাজগুরু আর ভগৎ সিং তোমরাও আজও সন্ত্রাসবাদী বা টেরোরিস্ট। ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে সুভাষচন্দ্র বসুকেও চিহ্নিত করা হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আখ্যায়। যে সন্ত্রাসবাদী নাম শুনতে পড়ুয়া থেকে প্রবীণ ব্যক্তির মনে এ–কে–৪৭ কিংবা ইনসাস রাইফেলের কথা মনে পড়ে। যে সন্ত্রাসবাদী নাম শুনলেই কাশ্মীর আর পাশ্চাত্যের কিংবা আসাম মনিপুরের কথা মানসপটে ভেসে ওঠে। কিন্তু তোমরা অখণ্ড ভারতের যেদিন ৩৩ কোটি ভারতবাসীর দাসত্ব ঘোঁচাতে ঘরবাড়ি, আত্মীয়–পরিজন ছেড়ে নিষ্ঠুর বর্বর ব্রিটিশ শাসনের অবসান চেয়েছিলে। তোমরা আর পাঁচ জনের মতোই সুখে শান্তিতে সুখী গৃহকোণে আবদ্ধ থাকতে পারতে। কোনও খ্যাতি, অর্থ কিংবা ইতিহাসের পাতায় নাম তোলাবার জন্য তোমরা ভারত সাধনায় প্রাণ উৎসর্গ করোনি। অথচ একদল কুশিক্ষিত ইতিহাস বই রচনাকারের হাতে পড়ে তোমরা ব্রিটিশ প্রদত্ত খেতাব সন্ত্রাসবাদী আখ্যা পেয়েছ। সৌজন্যে রাজ্যের পূর্ববর্তী শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত অনুগতদের দিয়ে লেখানো অষ্টম শ্রেণীর সরকারি ইতিহাস পাঠ্য বই। বাংলার কমলমতি ছাত্রছাত্রীরা চিরনমস্য বিপ্লবী কূলকে পাকিস্তানের ভাড়া করা সন্ত্রাসবাদীদের জীবনের সঙ্গে সহজেই গুলিয়ে ফেলবে। যে অহিংসা ম্যাজিকে ভারত স্বাধীন হয়েছে বলে প্রচার করা হয় সেই গল্পের সঙ্গে প্রকৃত সত্যকে তাঁরা আর জীবনে মেলাবার সুযোগ পাবে না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেই ক্ষুদিরাম, বিনয়–বাদল–দীনেশ সহ বিপ্লবী শহিদদের সরকারিভাবে সম্মান জানানোর ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা করেছিলেন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সদিচ্ছাকে যে যথাযথ গুরুত্ব দেননি, তিনি যে তাঁর অনুগত সিলেবাস কমিটির কাজকর্মের প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখেননি তা প্রমাণিত আবারও। এমনকী সুগত বসুর মামলা হওয়া বই–এর অংশ বিশেষ তাঁরা পাঠ্য করতে দু'বার ভাবেননি। বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী আশা করা যায় তাঁর পূর্বসুরীর কৃত পাপ বহন করবেন না। ব্রিটিশ ভাবনায় ভাবিত কেহ ইতিহাস পড়া অর্বাচীনদের ক্ষমা করে দিও দেশবাসী বড় আপনজন মুক্তিপথের মাতৃসাধক শহিদকূল।

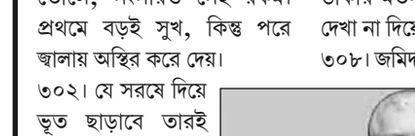

নিজেদের অপকর্মে প্রকৃতির অভিশাপ কুড়াতে হচ্ছে

আপনাদের লেখা পড়ে বুঝলাম, মরুভূমিতে চাষের ফলে আমরা তীব্র তাপদাহে জ্বলছি। বাস্তবে মরুভূমি উত্তপ্ত না হলে শূন্যস্থান তৈরি হয় না এবং পরবর্তী বাতাস শূন্যস্থান পূরণ করার সুযোগ পাবে না। বর্তমানে সরকারই প্রকৃতির এই সুন্দর ব্যবস্থার বিরোধিতা করে মরুস্থানকে সুজলাসুফলা করে তুলছে। যার দরুণ ভারতবর্ষের আবহাওয়া পাল্টে যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের অগুন্তি বুদ্ধিজীবীদের দল থাকতে সরকার এই আত্মঘাতী কাজের প্রতি সজাগ হচ্ছে না। আমাদের দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলি কেন এই ব্যাপারে ভাবছে না? আলিপুর হাওয়া অফিসের বাবুরা নানা এলোমেলো কথা বলে জনগণকে ভুলিয়ে রাখে, কিন্তু কেন এই সত্য কথা বলে না? মা–মাটি–মানুষের সরকার বৃষ্টির জল বাদ দিয়ে কীভাবে তার রথের চাকা নিয়ে যাবে সেটাই দেখার।

আকাশ চক্রবর্তী, পি.জি. লেক, কলকাতা–২৭

অমৃতকথা

৩০০। দাদ যত চুলকাও ততই চুলকাতে ইচ্ছে হবে ও চুলকে সুখ হয়। ভক্তেরাও সেই রকম ভগবানের গুণকীর্তন করে কখনও পরিতৃপ্ত হয় না।

৩০১। দাদ যেমন চুলকালে সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির করে তোলে, সংসারও সেই রকম। প্রথমে বড়ই সুখ, কিন্তু পরে জ্বালায় অস্থির করে দেয়।

৩০২। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে তারই মধ্যে ভূত ঢুকে রয়েছে। ভূত ছাড়বে কেমন করে? যে মন দিয়ে সাধনা করবে, তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে তা হলে সাধনা অসম্ভব।

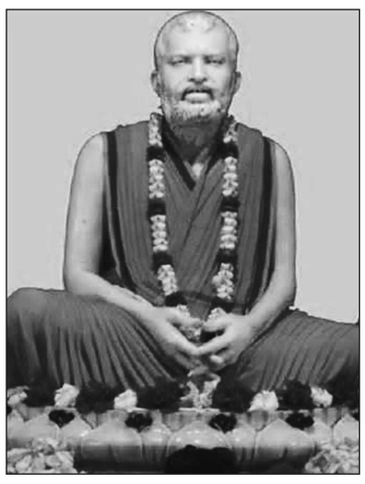

৩০৩। জলে নৌকো থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকোয় যেন জল না থাকে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু সাধকের ভেতর যেন সংসার না থাকে।

৩০৪। গুরুকে যে করে মনুষ্য জ্ঞান।
কি করিবে তার সাধন ভজন।।

৩০৫। মন মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। নতুবা মুখে বলছে, তুমি আমার সর্বস্ব এবং মন বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছে, এরকম লোকের সকল সাধনাই বিফল।

৩০৬। শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধ ভক্তি এক। ছেলে যেমন পয়সার জন্যে মার কাছে আব্দার করে। কখনও কাঁদে, কখনও মারে, সেই রকম ঈশ্বরকে আপনার হতে আপনার জেনে, তাঁকে দেখবার জন্য যিনি সরল শিশুর মতো ব্যাকুল অন্তরে কাঁদের, তাঁকে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।

৩০৭। একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন,
কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
ডাকার মতন ডাক হলে ভগবান দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।

৩০৮। জমিদার যতো বড় হোক না কেন প্রজা যদি তাঁকে সামান্য জিনিস উপহার দেয়, তবে তিনি যেমন তা আদর করে নেন, সেই রকম ঈশ্বর মহান হলেও মানুষের তুচ্ছ উপহারও সাদরে গ্রহণ করে থাকেন।

৩০৯। যখন শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন কেবল মাত্র সাতজন ঋষি তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। সেই রকম ভগবান যখন অবতার হন, সকলে তাঁকে জানতে পারে না।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

প্রধানমন্ত্রী না মুখ্যপ্রশাসক নরেন্দ্র মোদি

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রীর কুর্শিতে নরেন্দ্রভাই দামোদরদাস মোদির দু'মাস হয়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে একদা গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, সরকারের দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে যথেষ্ট তৎপর। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে ৮০–র দশক থেকে লালিত ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির দাবি, এক দেশ– এক আইন – এক বিচার, মন্দির রাজনীতি এবং দেশীয় অর্থনীতির বিকাশের প্রতিশ্রুতিকে কর্মীদের ঝোলা ব্যাগে রেখে দিয়েছেন বিচক্ষণ রাজনীতিক নরেন্দ্র মোদি। বুঝে গিয়েছেন ক্ষমতার শীর্ষে বসে থাকতে হলে উদারীকরণ অর্থনীতিই তাঁর স্থায়িত্বের ভবিষ্যত। গত শতকে ৯০–এর দশকে উদার অর্থনীতির প্রবক্তা তথা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহের বিলগ্নীকরণ নীতির বিরোধিতা একদা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছিল। বিজেপি একা নয়, কংগ্রেসের সহযোগী ইউপিএ–র অন্যান্য দলের বাধায় বিদেশি পুঁজির দেশীয় বাজারে বিনিয়োগের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে নরেন্দ্র মোদি বিতর্কিত গুজরাট মডেলের মোড়কে উদার অর্থনীতির বিকাশকেই লক্ষ্য করে যুব সমাজের কাছে তাঁর ইমেজ ধরে রাখতে সচেষ্ট। ভবিষ্যত প্রজন্মের সমর্থন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাজনীতির সংকীর্ণ গলি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বিজেপি। বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের রাস্তা খুলে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবার পর থেকে শেয়ার বাজারের পারদ চড়তে চড়তে ২৬ হাজারের ওপরে উঠেছে। মোট জাতীয় উৎপাদন ৪.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাজারী অর্থনীতির জগতে মোদি প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা মুখ্য প্রশাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। সম্প্রতি ব্রাজিলের ষষ্ঠ ব্রিক্স সম্মেলনে মোদির এই মনোভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। চীন–জাপান দক্ষিণ কোরিয়া–সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপ্রধানরা অর্থনৈতিক বিকাশের স্বার্থে মুখ্য প্রশাসক হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করছে। মোদিও ভারতের শিল্প–বাণিজ্যের বিকাশের স্বার্থে মুখ্য প্রশাসকের ভূমিকা নিয়েছেন। ব্রিক্স সম্মেলনে মোদির এই ভূমিকায় রাশিয়া চীন–ব্রাজিল–দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্র প্রধানরা প্রশংসাও করেছেন। চীনের রাষ্ট্রনেতা ঝিং ঝিয়াং মোদির অর্থনৈতিক উদ্যোগকে প্রশংসা করে তাকে ভারতের 'নিক্সন' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। ব্রিক্স ব্যাঙ্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা যে প্রাথমিকভাবে নরেন্দ্র মোদির তা চীন এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন স্বীকার করেছেন। ব্রিক্স সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করে ভারত যে শিল্প–বাণিজ্যে বিনিয়োগের মৃদু কূটনীতিতে আগ্রহী তার বার্তাও দিয়ে এসেছেন। তবে চীনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি অর্থনৈতিক লগ্নীর বাতাবরণ যেমন দিয়েছেন তেমনই সীমান্ত সমস্যায় অরুণাচল প্রদেশে চীনা সেনার সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশের প্রতিবাদও করা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা যে আলাপ–আলোচনার মধ্য দিয়ে শান্তি–নিরাপত্তারক্ষা সম্ভব তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী তথা মুখ্য প্রশাসক নরেন্দ্র মোদির পুঁজি লগ্নীকরণের এই উদ্যোগ দলের মধ্যে যাতে বিরোধ বিতর্ক দানা না বাধে তাঁর জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরিবার এবং দল দুই–এর সমর্থন আগে থেকেই আদায় করে নিয়েছেন। অতীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সংঘ পরিবারের বিরাগভাজনতার কারণে জাতীয় অর্থনীতি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনেক সময় পারেননি। তাঁর দল ও সংঘ পরিবারের সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মোদির বিশ্বাসভাজন অমিত শাহকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সংঘ পরিবার দেশের অর্থনৈতিক স্ব–নির্ভরতার নীতিকে যে বিশ্বাস করে সেই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কারের স্বার্থে সাম্প্রতিক বাজেটে মৃদু কঠোর নীতি রূপায়ণ করেছেন। রেলের ভাড়া ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে বিরোধী দল এমনকী তাঁর সহযোগী জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের দু–একটি দলের সমালোচনা শুনেছেন। দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষায় তিনি বদ্ধপরিকর। বিদেশি মুদ্রা–জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিই যে তার অর্থনৈতিক সংস্কারের মৌলিক লক্ষ্য তা বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তৃতায় পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন হল মোদির গুজরাট মডেলে জাতীয় রূপায়ণের পরিকল্পনাকে সংঘ পরিবার শেষপর্যন্ত মেনে নিতে পারবে তো? অনেকেরই মনে থাকার কথা গত শতকে ৯০–এর দশকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি.ভি নরসিমা রাও বিদেশি পুঁজির বিলগ্নীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। সংঘ পরিবার, বিজেপি এমনকী বামপন্থী দল দেশীয় শিল্পের সর্বনাশের রব তোলে। মনে আছে, সারা দেশে সংঘ পরিবার স্বদেশি জাগরণ মঞ্চর নামে দেশীয় বিপণনের কেন্দ্র খুলেছিল। সংঘের স্বয়ংসেবকরা দাঁতের মাজন থেকে ময়েশ্চারাইজার ক্রিম পুশ–সেল করতে শুরু করে। অথচ খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ নিয়ে মোদির সাম্প্রতিক তৎপরতায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ চুপ করে থাকবে?

নরেন্দ্র মোদির কুশীলবেরা দাবি করেছেন, খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগ প্রত্যক্ষভাবে ক্রেতার ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে না। ই–কমার্স বা বিদেশি লগ্নীর সঙ্গে ভারতীয় বাজার (B2B) খুচরো বাণিজ্যে ১০০ শতাংশ সম্ভব হলে ক্রেতারা লাভবান হবে। কারণ তিনি বাণিজ্য ক্রেতা সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও আপোস করেননি। বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের (WTO) বৈঠক ভারত দ্বর্থহীন ভাষায় খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ ভর্তুকির দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। ভারতের এই অবস্থানকে সমর্থন করেছে আন্তর্জাতিক কৃষি অর্থ উন্নয়নের ভারতীয় অধিকর্তা কানাইও নাওয়াজি।

বীমা বেসরকারিকরণ নিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহ ২৭ শতাংশ বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের জন্য সংসদে বিল এনেছিল। বামপন্থী এবং বিজেপির বিরোধিতার কারণে এই বিল আইনে পরিণত করা যায়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে নরেন্দ্র মোদি ২৭ থেকে ৪৯ শতাংশ বিদেশি পুজির বীমা শিল্পে বিনিয়োগের জন্য বিল সংসদে উত্থাপন করেছে। লোকসভায় দলের হুইপে এই বিল পাশ হয়ে গেলেও রাজ্যসভায় সংখ্যা লঘিষ্ঠতার কারণে কংগ্রেসের সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বীমা বিলের পাশাপাশি ১৯৫০ সালের শ্রম আইন এবং শিল্পের জন্য ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে চলে আসা জমি অধিগ্রহণ আইনের সংশোধনী বিল উত্থাপন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর উদ্যোগী হয়েছে। শ্রম আইন নিয়ে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বিরোধিতা শুরু করে দিয়েছে। তবে শ্রম আইনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ হল প্রতিবন্ধী এবং মহিলাদের বিপজ্জনক শিল্পে নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ।

নরেন্দ্র মোদির অর্থনীতির পথে রাজনীতিকরণের কৌশলগত উদ্দেশ্য হল সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখে জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস শাসন যেভাবে জাতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিল, মোদি সম্ভবত সেই পথে না হেঁটে হিন্দুত্বের মোড়কে জাতীয়বাদের বিকাশের ভাবনা চিন্তাকে ফলপ্রসু করতে সক্রিয়। এর ফলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। প্রথমত, সংঘের প্রাক্তন স্বয়ংসেবক হিসেবে উগ্র হিন্দুয়ানা থেকে সরে এসে বিকল্প হিন্দুত্বের ধারনাকে তুলে ধরা সম্ভব হবে। যা সাভারকর গোলওয়ালকার তত্ত্বের নতুন মুল্যায়ন। দ্বিতীয়ত, হিন্দু–মুসলমান–খ্রিস্টান নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনধারার মান উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা প্রদান। বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে বিরোধী দলের অতীত সমালোচনার যোগ্য জবাব দেওয়া। প্রমাণ করা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি তিনি পছন্দ করেন না। এই কারণে নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু টুপি পড়েননি। ইফতারের পাশে সংখ্যালঘু তোষণ থেকে তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের বিরত রেখেছিলেন। বিদেশি নীতির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরি অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত। প্রধানমন্ত্রী পদে বসার সময় থেকে সার্ক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায় তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের সাম্প্রতিক নেপাল–বাংলাদেশ–ভুটান সফর প্রমাণ করেছে বিদেশি নীতির ক্ষেত্রে ভারতের আন্তরিক সহযোগিতা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি নেপাল সফরে গিয়ে নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালার সঙ্গে রেল–বিদ্যুৎ–সড়ক নির্মানের ক্ষেত্রে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করেছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরের বৈঠকের দিনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নওয়াজ শরিককে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, অর্থনৈতিক সুসম্পর্ক পাকিস্তানের সঙ্গে গড়ে তুলতে আগ্রহী, কিন্তু তাঁর আগে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানী সেনাদের তাণ্ডব বন্ধ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। না হলে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক কখনই স্বাভাবিক হবে না। গত সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন কেরি ভারত সফরে এলে ভারত–মার্কিন যৌথ অর্থনীতির বিকাশে পরমাণু–বিদ্যুৎ–শিল্প সহ একাধিক বিষয়ে অঙ্গীকার ঘোষিত হয়। বিদেশ মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ মার্কিন প্রশাসনের আড়িপাতার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই কূটনৈতিক কদর্যতাকে ভারত কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না তা জন কেরির কাছে বিবৃত করেছেন সুষমা।

অর্থনীতির বিকাশ পুরুষ মোদির কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল সর্বাত্মক দুর্নীতি। ব্যক্তিগতভাবে সৎ হলেও তাঁর দলের অধিকাংশ নেতাই যে দুর্নীতিগ্রস্ত সেটাই তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ। সংসদের বাজেট অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করার কথা। সরকার কিন্তু এখনও পর্যন্ত কালো টাকার কানাকড়িও উদ্ধার করতে পারেনি। রাজনৈতিক নেতা–আমলা–শিল্পপতি–ব্যবসায়ীদের সুইস ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কালো টাকার মৌচাক ভাঙা যে এত সোজা নয় তা মুখ্যপ্রশাসক মাননীয় নরেন্দ্র মোদি মহাশয় বুঝে গিয়েছেন।

গুজরাট মডেলের ধারায় পুঁজি বিনিয়োগের অর্থনৈতিক–রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী আগামী পাঁচ বছরে ৬৬ কোটি বেকারের দেশে কর্মসংস্থান–দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্নকে সার্থক করতে দক্ষ প্রশাসক নরেন্দ্রভাই মোদি পারবেন? স্বপ্ন সার্থক হলেই ধন্যবাদ – সাধুবাদ – আরও পাঁচ বছর ক্ষমতার মধু ভাণ্ডার মধু পান নিশ্চিত।

যাওয়া আসার পথে–পথে

সুন্দরবনের মহিলা গুটিয়ে গেলেন

দীপককুমার বড় পণ্ডা

সেদিন মেট্রো রেলে কালীঘাট স্টেশনে উঠেছি। উঠেই দেখি ট্রেন আর চলছে না। লাইনে নাকি ফাটল ধরেছে, তাই পরপর সব ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। মহা ফ্যাচাং, কখন পৌঁছবো কে জানে! এদিকে রাতও হয়েছে। পাতালে ঢোকার আগে বাড়িতে বলে দিয়েছি, কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছাচ্ছি। ভেতরে মোবাইল ফোন–এর টাওয়ার নেই। বাড়িতে কখন ঢুকব সেটা অনিশ্চিত, এই সংশোধনী সংবাদ সম্প্রচারের কোনও উপায় আর দেখছি না। বাড়ির লোক চিন্তায় বসবে। ইদানিংকালের এ এক সমস্যা। মোবাইল ফোন যখন ছিল না, তখন অবশ্য এসব ঝুটমুট চিন্তা ছিল না। অহরহ সবাইকে বাড়িতে রিপোর্ট করতে হত না। এইসব যখন ভাবছি, তখন তাকিয়ে দেখলাম, এক মধ্য চল্লিশের মহিলা উঠলেন। সঙ্গে দু'জন। এদের একজন বছর বারো–তেরোর ছেলে এবং একজন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই মহিলা। মধ্যচল্লিশের মহিলা এবং ছেলেটি গোলগাল, বেশ সাজগোজ করা। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই মহিলা একেবারে আটপৌরে। লালপাড় সাদা শাড়ি পরা, গলায় পুঁতির মালা, হাতে প্লাস্টিকের চুড়ি। হাতে কাঁধে অনেকগুলি ব্যাগ। ব্যাগের ভারে মহিলা কুঁজো হয়ে গিয়েছেন।

মহিলার কুঁজো হয়ে যাওয়া অবস্থা দেখে একজন সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে বসতে বললেন। কিন্তু মহিলা বসার সুযোগ পেলেন না। এসে বসে পড়লেন, সেই মধ্যচল্লিশের মহিলা। বসার পরও সেই মহিলার থেকে তিনি কোনও ব্যাগ নিলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর ট্রেন চলতে শুরু করল। রবীন্দ্রসদনে সিট ফাঁকা হল। এবার আটপৌরে মহিলাটি বসার সুযোগ পেলেন। বসার পর খেয়াল করলাম, মহিলাটির চোখে–মুখে সব–হারানোর ছাপ। যেন বাঁচার আর কোনও আগ্রহ নেই। কেবল

মহিলার পাশের সিটটা ফাঁকা হল। সেই সিট–এর সামনে ব্যাগ কাঁধে মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বসতে যাচ্ছিলেন। মধ্যচল্লিশের মহিলাটি সরিয়ে দিলেন আটপৌরে মহিলাটিকে। ছেলেটিকে বসিয়ে নিলেন। পার্কস্ট্রিট–এ আবার একটি জীবনটাকে বয়ে বেড়ানো ভাব চোখে–মুখে। চোখের নিচে কালি, কপালে বহু ভাঁজ। কোলের উপর ব্যাগগুলো নিয়ে বসে আছেন। কোনওদিকে তাঁর নজর নেই। হয়ত আবোলতাবোল বহু চিন্তা তাঁর মাথায় আসছে। পাশের ছেলেটির গায়ে তাঁর শরীর লাগছে। সেই কারণে হয়ত ছেলেটি সজোরে একটি গুঁতো মারল মহিলাকে। ছেলেটি মনে হয় এই মহিলাকে কিছুতে মেনে নিতে পারছে না। তাঁর ছোঁয়া ছেলেটির অসহ্য মনে হচ্ছে। মহিলা ছেলেটির দিকে একবার তাকালেনও না। কিছুক্ষণ পর মহিলার শাড়ি ছেলেটির গায়ে লাগছে দেখে ছেলেটি আবার গুঁতো মারল। মহিলার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। তিনি যেন গুঁতো খেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। ছেলেটিকে ছেলেটির কাজে তিনি প্রশ্রয় দিলেন। আটপৌরে মহিলাটির চোখে–মুখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। একটু সরে বসলেন তিনি। খানিকটা সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন। অবশ্য সোজা হয়ে বসার উপায় তাঁর নেই। তাঁর শরীরটা যেন দলা পাকিয়ে গেছে। কেমন জড়সড় হয়ে থাকলেন। জানতে চাইলাম,

– কোথায় থাকেন?
– এই দিদিমণির বাড়িতে।
– বাড়ি কোথায়?
– সুন্দরবনের লাটে।
– কলকাতায় কবে থেকে আছেন?
– আয়লার পর থেকে।
– বাড়িতে আপনার আর কে আছে?

মহিলা খানিকক্ষণ চুপ রইলেন। কোনও উত্তর দিচ্ছেন না। ভাবলাম, ভয় পাচ্ছেন, 'দিদিমণি' শুনতে পাবেন। 'দিদিমণি' অবশ্য তখন ঝিমোচ্ছেন। উত্তরটা জানতে উসখুস করছি বুঝে তাকালেন আমার দিকে। আবার মাথা নিচের দিকে করলেন। বুঝলাম, উত্তরটার মধ্যে একটা কষ্ট আছে। অন্য কথায় যাওয়ার জন্য বললাম,

– কোথায় নামবেন?
– জানি না, দিদিমণি বলবেন।
– দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছেন যে। খানিকটা সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম।
– আমার বাড়ির সবাই ডুবে গিয়েছে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে। একটা ছেলে আর স্বামীটাকে সমুদ্র নিয়ে নিল।

আটপৌরে মহিলাটির চোখ মুখ কেমন শক্ত হয়ে গেল। ট্রেন শ্যামবাজার ছাড়িয়ে বেলগাছিয়ার দিকে যাচ্ছে। সেটা ঘোষণা শুনে বুঝলাম। কথায় মত্ত ছিলাম, তাই খেয়াল করিনি। হঠাৎ 'দিদিমণি'র ঘুম ভাঙল। বললেন, গল্প করছিস, শ্যামবাজারে নামতাম তো। ডাকতে পারলি না! ধমক খেয়ে সুন্দরবনের মহিলা গুটিয়ে গেলেন।

দফতরের নির্দেশে রাঁধুনিদের নিজের নামে স্যালারি অ্যাকাউন্ট

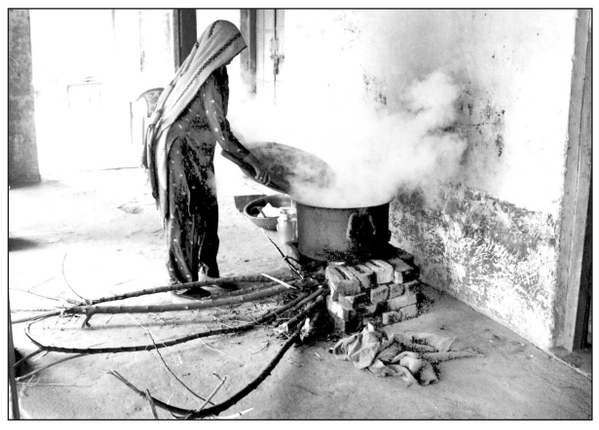

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: এখন থেকে আর পালা করে বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিলের রান্নার কাজ করা যাবে না। এমনকী কোনও তৃতীয় সংস্থা মিড-ডে মিলের ঠিকাদারি নিতে পারবে না। দফতর থেকে নতুন নির্দেশ এসেছে সেই নির্দেশে বলা হয়েছে এবার রাঁধুনিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট দফতরকে না জানালে তাদের মাহিনা দেওয়া হবে না। এর ফলে অ্যাকাউন্ট নম্বর মানে, যার নামে বেতন দেওয়া হবে তিনিই পাবেন। ওই টাকা থেকে অন্যদের ভাগ করে দেওয়া বা লভ্যাংশ কেটে নেওয়ার কোনও সুযোগই থাকবে না। দফতরের নিয়মানুসারে ১০০ জন ছাত্র পিছু ১ জন করে রাঁধুনি নিয়োগ করা যায়। সেই হিসেবেই সরকার রাঁধুনির জন্য টাকা স্কুলের নামে পাঠাত। দফতর খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি ওই টাকায় বহু রাঁধুনি নিয়োগ করেছে।

কোনও কোনও বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি আবার তৃতীয় কোনও সংস্থাকে রান্নার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে। এর ফলে রাঁধুনিদের বেতন যেখানে ১০০০ টাকা করে সেখানে বাস্তবে রাঁধুনিরা কেউ কেউ পান ৩০০ বা ৪০০ টাকা। এমনও অভিযোগ উঠেছে পার্টি ফান্ডে দান করার নামে কোনও কোনও বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি ওই টাকা থেকে কিছু টাকা কেটে নিচ্ছে। এইসব নানান অভিযোগ পাওয়ার পর দফতর খোঁজ খবর নিয়ে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত পেয়ে বিদ্যালয়ের নামে টাকা না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জুলাই ২০১৪ থেকে রাঁধুনিদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে সরাসরি বেতনের টাকা পাঠাবে।

সমস্যা হচ্ছে কাদের নামে অ্যাকাউন্ট করা হবে তাদের বাছাই করার। ৩০ জনের পরিবর্তে ১০ জনকে বাছতে গেলে বিতর্ক উঠছে। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নেতাদের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণেরও অভিযোগ উঠছে। অনেকে সদ্য যুক্ত হলেও তার নামেও নাকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিচ্ছেন নেতারা। ১০ জন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টার করতে গিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও শুরু হয়েছে।

ডানলপ নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

মলয় সুর

চুঁচুড়া: ডানলপ কারখানা খোলার ব্যাপারে শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হল চুঁচুড়ায়। শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাগণ্ডা মেটানোর বিষয়টি নিয়ে মূলত আলোচনা আবর্তিত হয়। শ্রম দফতরের পরিষদীয় সচিব তপন দাসগুপ্ত শ্রমিকদের দাবি এবং যাবতীয় বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন মালিক পক্ষের কাছে। জবাবে ডানলপ কর্তৃপক্ষ কারখানা ফের চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে জানান তপনবাবু। পেনশন এবং পিএফ প্রাপকদের ২৯ জনের একটি তালিকা এই বৈঠকে কর্তৃপক্ষ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বাকি ৩০০ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রসঙ্গত, ওয়ান টাইম সেটেলমেন্ট বাবদ ২৫ হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে। আরও জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ আগস্ট, সোমবার কারখানা খোলার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শ্রমমন্ত্রীর ঘরে মালিক পক্ষ, ইউনিয়ন এবং সরকার আরও একবার মিলিত হবে ওইদিন।

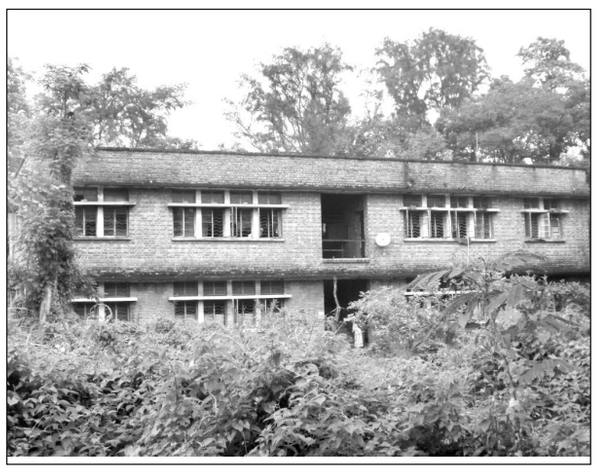

পাট্টা বিতরণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতা: গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের জন্য বর্তমানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সচেষ্ট। তিনি সকাল থেকে রাত্রি সব সময় গ্রামীণ মানুষকে কীভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেওয়া যায়, কীভাবে গরিব মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যায় তার জন্য নানা প্রকল্প ঘোষণা করে তা বাস্তবায়িত করছেন। সম্প্রতি আমতা অডিটোরিয়ামে আমতা ১ নম্বর ব্লকের ভূমি সপ্তাহ পালন উপলক্ষে পাট্টা বিতরণ শিবিরে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আজকে যারা জমির পাট্টা পেল তারা যেন ঘর করে এবং ঘর করতে গিয়ে তাদের যে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে সেটা যেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা দেন। তিনি আরও বলেন, যারা বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক আগেই এবং যারা বিপিএল-এর নানা সাহায্য পেয়ে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছেন তাদের নতুন তালিকা তৈরির সময় বাদ দিতে হবে। আর যতদিন না সেই তালিকা তৈরি হচ্ছে ততদিন বিপিএল পরিবারের জন্য সাহায্য দেওয়া থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে। এই অনুষ্ঠানে আমতা ১ বিএলআরও বলেন, এর আগে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদর-১, বসন্তপুর, আনুলিয়া, রসপুর অঞ্চলের ৬১ জনকে পাট্টা বিতরণ করেছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে বসন্তপুর অঞ্চলের ৪০ জনকে এবং সিরাজবাটি অঞ্চলের মান্দারিয়া মৌজার ৪২ জনকে পাট্টা তুলে দেওয়া হল। তিনি এও বলেন, মান্দারিয়া মৌজার জেএল ৪৯ হালখৎ ১, সাবেক দাগ ৭০৪, হাল দাগ২৭৭ মোট ১৩৯ শতক, শুনী খাল (প্রঃলর্ডসুরির খাল) দাগটিতে গত ৪০ বৎসর ধরে ৪২টি পরিবার বসবাস করছে। উক্ত দাগটি দীর্ঘকাল আগে থেকেই বাস্তু জমিতে পরিণত হয়েছে। এই পরিবারগুলি আর্থিকভাবে দুঃস্থ এবং পরিবারগুলিকে নিজগৃহ নিজ জম প্রকল্পে ভূমি দেওয়া হল।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতা ১ সমিতি উন্নয়ন আধিকারিক, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়া পাঁজা, সহ সভাপতি শুকদেব মণ্ডল, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি সংস্কার, বন ও পর্যটন কর্মাধ্যক্ষ রূপালী পাঁজা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শিলা মাখাল, সদস্য রীনা দাস নেবু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন আত্রেয়ী মান্না ও রিয়া পাঁজা।

পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে উলুবেড়িয়া পুরসভা সঙ্কটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া: কেন্দ্রীয় সরকারের নগরোন্নয়ন দফতর কর্তৃক ঘোষিত জওহরলাল নেহেরু ন্যাশনাল আরবান মিশন বা জেএনইউআরএম প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বেশ কিছু প্রকল্প বাতিল হওয়ায় সঙ্কটে পড়েছে উলুবেড়িয়া পুরসভা। এরফলে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ থমকে গেল।

২০০৬ সালে তৎকালীন বাম সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য উলুবেড়িয়ায় এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। তখন উলুবেড়িয়া পুরসভার ২৯টি ওয়ার্ডে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালে প্রথম পর্যায়ে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় মেন পাইপ লাইন এবং ভূগর্ভস্থ জলাধার নির্মাণের জন্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পাইপ লাইন দিয়ে উচ্চ জলাধার নির্মাণের জন্য ১২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। তৃতীয় পর্যায়ে পুনরায় পইপ বসানোর জন্য ৪৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার পাশ করে। সেই বরাদ্দকৃত টাকা ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে আসেনি।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যে এই প্রকল্প বাতিল করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে উলুবেড়িয়া পুরসভার পানীয় জল সরবরাহ এখন সঙ্কটে পড়েছে। উলুবেড়িয়া পুরসভার জল সরবরাহ বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত শেখ আকবর জানালেন, 'পুরসভার প্রায় ১০৮কিমি এলাকায় পাইপলাইন বসানোর পরিকল্পনা ছিল। ইতিমধ্যে ৭২ কিমি পাইপলাইনে পাইপ বসানোর শুরুর মুখে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশে আমরা সঙ্কটে পড়লাম।' তিনি এও বলেন, 'বর্তমানে এই জলাধার থেকে ১৪ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহের ক্ষমতা থাকলেও মাত্র ৩.৭ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহের ক্ষমতা আছে। বাকি ৬.৭ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল পাইপলাইনের কাজ থেকে বঞ্চিত হবেন।' তাঁর মতে প্রকল্পের ৩৫ শতাংশ টাকা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার আর ৬৫ শতাংশ টাকা দেয় রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় বর্তমানে এই সমস্যার সমাধান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আলোচনা করে জল সরবরাহ যাতে করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

রোগ ছড়ানোর মরশুমেও এই হল হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের চারিপাশের পরিবেশ। **ছবি : বৈশালী সাহা, হাওড়া**

বিজেপির কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, রবিবার ২০ শে জুলাই বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজেপির কর্মী সম্মেলন। প্রায় ৬০০'র মতো বিজেপি সমর্থক, কর্মী ও কার্যকর্তা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিজেপি'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শমীক ভট্টাচার্য, সাউথ সুবার্বন জেলার সভাপতি কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য কমিটির সদস্য হরি দত্ত ও আরও অনেকে। উপস্থিত ছিলেন ১২৯ নম্বর ওয়ার্ড-এর বিজেপি সভাপতি নিশিকান্ত দলুই ও সম্পাদকগন। সকাল ১১টায় শুরু হয়ে উক্ত অনুষ্ঠান বিকাল ৪টে অবধি চলে। বাহাদুর পুকর ও জাগরণী ক্লাব সংলগ্ন এলাকা বিজেপির পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

ঘুটিয়ারি শরিফে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার শিয়ালদহ-ক্যানিং শাখার ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকায় সকাল ৭টায় রেল লাইনের উপর ২টি বোমা পড়ে থাকতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। রেল পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে বোমগুলি উদ্ধার করে। এর জেরে সকাল ৭টা থেকে ৭:২৫ পর্যন্ত রেল চলাচল বন্ধ থাকে। পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিক রবি মহাপাত্র বলেন, ২টি বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খুব একটা সক্রিয় ধরনের বোমা ছিল না।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা: শনিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা মাধবনগর রুরাল হাসপাতালে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান উদ্বোধন করেন আইএমএ এবং জিডিএ সভাপতি তথা বিধায়ক নির্মল মাঝি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, পাথরপ্রতিমা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর জানা, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রমুখ। মন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালে তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এই হাসপাতাল উদ্বোধন করেছিলেন। ১০টি বেডের হাসপাতাল ছিল। বর্তমানে হাসপাতালে ৩০টি বেড আছে। বিগত বাম সরকারের আমলে বসে পড়া এই হাসপাতালটি মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বিধায়ক নির্মল মাঝি বলেন, এটি নিয়ে ৮০তম ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান স্থাপন হল। এই হাসপাতালে ৩০টি রোগীর শয্যা আছে। এটি আগামী দিনে ৮০টি বেড করা হবে। এছাড়া গর্ভবতী মা ও শিশুদের উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হবে।

● **নিজস্ব প্রতিনিধি,** নামখানা ব্লকের উকিলের হাটের আদর্শ বালিকা বিদ্যামন্দিরে গত বৃহস্পতিবার মিডডে মিল খেয়ে ৪৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। যার মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

হনুমানের তাণ্ডবে নাজেহাল বেহালাবাসী

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি হনুমানের একটি দল বেহালা-সহ বেশ কিছু অঞ্চল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনও গৃহস্থের বাগানে, কখনও বাড়ির ছাঁদে। এদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বাড়ছে। একদল বিশেষজ্ঞদের মতামত, খাবারের সন্ধানে এদের এই হানা। সম্প্রতি হাওড়ায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে একটি হনুমানের মারা যায় এবং তার পরে স্থানীয় অঞ্চলে এক ব্যাপক যানজট ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে প্রশাসন ও বন দফতর প্রায় নিশ্চুপ থাকলেও জন সাধারণের মধ্যে এক ভীতির সঞ্চার ঘটে। কারণ, খিদের জ্বালায় লাফিয়ে বেড়ানো এই হনুমানের দল যে কোনও সময়ে অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। তাদের গতিবিধি এতটাই আক্রমণাত্মক যে, খাবারের জন্য যে কোনও সময়ে সাধারণ মানুষের হেঁসেলেও এরা অনায়াসে ঢুকে যায় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে খাবার। যদিও বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত এই অবলাদের নিয়ে কোনও উদ্বেগ আছে বলে মনে করেন না।

প্রতিবেদন: সোমতাপস

রেনিয়ার কুখ্যাত ক্রিমিনালের ফাঁসির দাবি, সোনারপুর থানায় বিক্ষোভ, লাঠি চার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: রেনিয়ায় কঙ্কাল উদ্ধার হওয়ার পর থেকে দু'মাস ধরে পুলিশ অবশেষে গ্রেফতার করল রেনিয়ার কুখ্যাত ক্রিমিনাল জ্ঞানসাগর শর্মাকে বৈদ্যবাটী থেকে। গত ৯ জুন এক অটোচালক মদন রায়কে তার বাড়ির সামনে অন্যের জমিতে পুতে রাখে জ্ঞানসাগর। কারণ মদন রায়ের স্ত্রী'র সঙ্গে জ্ঞানসাগরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। গ্রামবাসীদের কাছে খবর পেয়ে পুলিশ মাটি খুঁড়ে বস্তা বন্দি করা মদন রায়ের ১৩৬টি হাড়ের টুকরো উদ্ধার করে। এই খবর পেয়ে অটোচালকের স্ত্রী সাবিত্রীকে নিয়ে জ্ঞানসাগর এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, তোলা আদায়, বেআইনি অস্ত্র কারখানা, জমির তোলাবাজি মামলায় জড়িত ছিল জ্ঞানসাগর। দক্ষিণ ২৪ পগনার এসপি প্রবীন ত্রিপাঠির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনের মারফৎ বৈদ্যবাটিতে খুঁজে পায় জ্ঞানসাগরকে। গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় দু'জনকে গ্রেফতার করে সোনারপুর থানায় নিয়ে আসে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিপুল মহিলা ও পুরুষ সোনারপুর থানায় জ্ঞানসাগরের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। আলিপুর আদালতে বিচারক দিলীপ দাসের এজলাসে তোলা হলে বিচারক তাকে ১২ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, জ্ঞানসাগরকে ২১ কেজি গাঁজা সমেত ঘাসিয়ারা থেকে গ্রেফতার করা হয়।

ডঃ আম্বেদকরের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজের যৌথ উদ্যোগে, কলেজের সভাকক্ষে ডঃ বি আর আম্বেদকরের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণসভাকে কেন্দ্র করে এদিন এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) সৈকত কুমার দত্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নারী, শিশু ও ত্রাণ বিষয়ক স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুষমা সরকার। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াস সরকার, হাবড়া শ্রী চৈতন্য কলেজের অধ্যাপক শিবাজীপ্রতিম বসু, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরুণাভ মিত্র প্রমুখ।

এদিন অরুণাভ মিত্র'র স্বাগত ভাষণ পাঠের পরে প্রধান অতিথির ভাষণে অতিরিক্ত জেলাশাসক ডঃ আম্বেদকরের ছাত্রাবস্থার প্রতি আলোকপাত করেন। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়ে অস্পৃশ্যতার কারণে আম্বেদকরকে যেভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল, তার উল্লেখ করেন। সুষমাদেবী পাঠ্যসূচিতে আম্বেদকরের বিস্তারিত জীবনী অন্তর্ভুক্তির অভিমত প্রকাশ করেন। সমাজের নিচুতলার মানুষদের ন্যায্য অধিকার অর্জনে আম্বেদকরের সংগ্রামের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন অধ্যাপক শিবাজীপ্রতিম বসু।

দেশের সমকালীন ধর্মীয় ও আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারক হিসেবে আম্বেদকরের অবদানের কথা স্মরণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ-সহ কলেজের ছাত্রীরা বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পাশাপাশি দু'দিন ব্যাপী 'সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস' শীর্ষক বিভাগীয় পোস্টার প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সোমা সরকার।

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন. আই. টি. নং ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০, ১০০১, ১০০২, ১০০৩ তারিখ ০৫.০৮.২০১৪-এ কয়েকটি টিউবওয়েল, রাস্তা ও মার্কেট শেডের টেণ্ডার ডাকা হয়েছে।

বিশদ বিবরণের জন্য ১৮.০৮.২০১৪ তারিখ বেলা ৪.০০ টা পর্যন্ত কাজের দিনে কুলতলি নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

1004/ 5.8.14

লম্বকর্ণকাণ্ড ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ছাগল বিতরণকে কেন্দ্র করে রাজনীতির চাপানউতোর শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-এ। রাজ্যের প্রাণী সম্পদ দফতরের উদ্যোগে এদিন ক্যানিং-১ ব্লকের বাগিনী গ্রামে ২৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে ছাগল তুলে দেন জেলা প্রাণী সম্পদ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ মানবেন্দ্র হালদার। অভিযোগ জানিয়ে, ক্যানিং-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার বলেন, অনুষ্ঠান চলাকালীন সিপিএমের আশ্রিত বেশ কিছু দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠানটি বানচাল করে দেওয়ার চক্রান্ত করে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়ে বেশ কিছু ছাগল নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। তার আরও বক্তব্য, সিপিএমের ২৫ থেকে ৩০ জনের একটি দল এই অপকাজ করেছে। যদিও সিপিএমের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং-১ প ঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সরদার, প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ বর্ণা হালদার প্রমুখ।

APPROPRIATE ACADEMY

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার (স্টেশানের পূর্বদিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে)

হেল্পলাইন ঃ- ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩

কোচিং ঃ- পঞ্চম হইতে দশম সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ-এর আর্টস্ (কলাবিভাগ), বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পড়ানো হয়।

কম্পিউটার ঃ- বেসিক ও ডিপ্লমা সহ IT, FA (Tally), DTP, Hardware, Networking, Multimedia, Basic Electronics এবং স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

Collaborated with "Youth Training Centre", Under NEST & NCVT (Govt. Of India)

সীমানা ছাড়িয়ে

তুষার–তীর্থ অমরনাথ

সুকুমার মণ্ডল

হিমালয়ের পাহাড়–কন্দরে অগণিত হিন্দু তীর্থের অবস্থান। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক কেননা, স্বর্গের সঠিক ঠিকানা জানা না থাকলেও তা যে এই হিম–রাজ্যের কোথাও আছে এই বিশ্বাস আমাদের পুরাণ–রামায়ণ–মহাভারতের নানা পর্বে উল্লেখিত হয়েছে। কথিত আছে সত্য যুগে হিমালয় ভ্রমণকালে মহর্ষি ভৃগু অমরনাথের স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গের প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন। কাশ্মীর তখন ছিল তক্ষক নাগের রাজত্ব। তারও আগে জলদৈত্যকে বিনাশ করে কাশ্যপ মুনি কাশ্মীরকে বাসযোগ্য করে দিয়েছিলেন। মহর্ষি ভৃগু তক্ষকের হাতে একটি দণ্ড দিয়ে বলেছিলেন এটি দুর্গম অমরনাথ যাত্রার অভয় দণ্ড। এই দণ্ড নিয়ে যাত্রা করলে কোনও বিপদ হবে না। আজও প্রতিবছর শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীনগরের সারদা মঠের শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে রৌপ্য–নির্মিত প্রতীকি দণ্ডের ছড়ি মিছিল যায় অমরনাথে। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীতে আক্রম বাট মালিক নামে এক মুসলমান মেষপালক অমরনাথ গুহা পুনরায় আবিষ্কার করে। আজও তাদের উত্তরসূরীরা এখানে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আছেন। গিরি–কন্দরের দুর্গম অঞ্চলে ছড়ানো ছিটানো তীর্থগুলি আমাদের মনের আবেগ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নেয় প্রতিবার। কঠিনতম তীর্থযাত্রার তালিকায় অমরনাথ সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। ভারত ভূখণ্ডের আর কোনও তীর্থ যাত্রায় এত নিরাপত্তার কড়াকড়িও নেই।

তুষার–লিঙ্গ অমরনাথ দর্শনের বাসনা নিবৃত্তির জন্য ভ্রমণ সংস্থা ডলফিন ট্রাভেলস–এর সঙ্গে যোগাযোগ করা সাব্যস্ত করলাম। এর দুটি কারণ, অমরনাথ যাত্রায় দুই/তিন রাত্রি তাঁবুতে কাটানোর পর্ব থাকে এবং অত উচ্চতায় বাঙালির পছন্দসই খাদ্যের যোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আজকাল আর কেউ দিতে সাহস করছেন না। দ্বিতীয় কারণটি হল অমরনাথ তীর্থযাত্রা কমিটির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র যোগাড় করে দেওয়ার যাবতীয় ঝঞ্ঝাট এঁরা সামলে দিয়েছেন।

ভারতের নানা প্রান্ত থেকে অমরনাথ তীর্থ যাত্রীরা পহেলগাঁও–এ জড়ো হন। আমি ও আমার বাল্যবন্ধু সুশীল দু'জনে বেরিয়ে পড়েছি এ যাত্রায়। দু'জনেই চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে এখন অখণ্ড সময়ের অধিকারী। ডলফিন ট্রাভেলস–এর বাকি যাত্রীদের সঙ্গে নিউ দিল্লিতে যোগ দিলাম। নিউ দিল্লি থেকে গত রাতে সম্পর্ক–ক্রান্তি ট্রেনে ৬৩৮ কিমি দূরের উধমপুরে পৌঁছলাম সকাল ৯টা নাগাদ। আগে ট্রেন জম্মু পর্যন্ত আসত। এখন ব্রডগেজ লাইন জম্মু থেকে আরও ১১২ কিমি দূরে উধমপুর পৌঁছে দিচ্ছে। এই লাইনে অতি সম্প্রতি কাটরা (বৈষ্ণো দেবীর মন্দির) পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। উধমপুর থেকে বাসে করে ৭০ কিমি দূরের ৬৬৪০ ফুট উচ্চতায় পাইনঘেরা ছবির মতো শৈল শহর পাটনিটপে পৌঁছে গেলাম ঘণ্টা দেড়েক–এর মধ্যে। আজ রাত্তিরটা এখানেই কাটানো হবে। শীতকালে অঞ্চলটি বরফে ঢেকে যায়। এখন অবশ্য মনোরম আবহাওয়া। পরদিন প্রাতঃরাশের পরেই আমাদের ৪২ জনের দল পহেলগাঁও রওনা হলাম ভাড়া করা জম্মু–কাশ্মীর পরিবহণের বাসে, সঙ্গে চলেছেন ভ্রমণ সংস্থার জনা ছয় কর্মীবৃন্দ ও দু'জন ম্যানেজার। জম্মু–শ্রীনগর জাতীয় সড়কের প্রায় ১৯০ কিমি পথের অধিকাংশই গিরিপথ, কেবল শেষ ৭৫ কিমি সমতল। বস্তুত জহর টানেল (দৈর্ঘ্য ২.৫৩ কিমি) পার হয়েই আমরা এক উপত্যকার মুখোমুখি হলাম। পূর্ব–পশ্চিমে বিস্তৃত এই সুবিশাল সমতল ভূমিই কাশ্মীর উপত্যকা। নিবিড় ধান চাষ হচ্ছে, মাঝে মাঝে জনবসতি। অনন্তনাগ জেলার মাঝমধ্যিখান দিয়ে মোটরপথ, পাশে পাশে চলেছে বানিহান–বারামুল্লা রেলপথ। পথ এক জায়গায় ইংরেজির টি অক্ষরের মতো পূর্ব–পশ্চিম দু'দিকে চলে গিয়েছে। বাঁদিকের পথ ৫৬ কিমি দূরের শ্রীনগরের দিকে আর ডানদিকের পথ ৪৬ কিমি দূরের পহেলগাঁও পৌঁছায়। পাশ দিয়ে উচ্ছল লিডার নদী বয়ে চলেছে কাশ্মীর উপত্যকা জুড়ে। পহেলগাঁও প্রবেশের ঠিক আগেই পুলিশ চেকপোস্ট। প্রতিটি যাত্রীকেই এখানে গাড়ি থেকে নেমে হাতের ব্যাগ নিয়ে নিরাপত্তার বেষ্টনী পার হতে হয়। অমরনাথ যাত্রাপথের এটিই প্রথম চেকপোস্ট।

আমার বন্ধুটি ইতিপূর্বে সপরিবারে পহেলগাঁও–শ্রীনীগর–লাদাখ ঘুরে গিয়েছিল। পহেলগাঁও সম্বন্ধে অনেক তথ্য ওর থেকে পেয়ে গেলাম। বিকাল প্রায় চারটে নাগাদ হোটেলে পৌঁছানো গেল। সূর্যের তীব্র উপস্থিতি দেখে বোঝা দায় যে এখন বিকেল। প্রধান সড়কের সামনেই লিডার নদীর উপত্যকা–জোর বিস্তার। উন্মুক্ত বেণীর মতো ৪–৫টি ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। ফলে ছবির মতো ছোট বড় অনেকগুলি সবুজ মাঠ ও বনভূমি এই নদীর ধারাপথের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। ৭৫০০ ফুট উচ্চতার পহেলগাঁও–এর এটিই প্রধান আকর্ষণ। উত্তর–দক্ষিণে ছড়ানো দুসারি বরফচূড়া পাহাড়ের মধ্যে এই উপত্যকাটির অসাধারণ সৌন্দর্য বাকরোধ করে দেয়। কাছাকাছি আরও দু–একটি দর্শনীয় ভ্যালি বা উপত্যকা (আরু ভ্যালি, বেতাব ভ্যালি ইত্যাদি) রয়েছে। পরদিন অতি–প্রত্যুষে চন্দনবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে, সামনে কঠিন পাহাড়ি চড়াই পথের যাত্রা, তাই আমরা প্রায় সকলেই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য এই রাতটুকু বিশ্রামে মন দিলাম। কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমি ফাইনাল খেলা রাত দেড়টায়, ফলে ঘুমের কোটা থেকে দু–ঘণ্টা ঘুম বিসর্জন দিতেই হল।

পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়

সুন্দরবনে ঝড়খালি ইকো, ট্যুরিজম হাব দু'বছরে সম্পূর্ণ হবে : পর্যটন মন্ত্রী

বিশ্বজিৎ পাল

ক্যানিং: দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা বাসন্তী থানার ঝড়খালিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য পর্যটন দফতরের উদ্যোগে ঝড়খালি ইকো–ট্যুরিজম হাব–গেটওয়ে অফ সুন্দরবন মউ স্বাক্ষর হয়। কাজটি করবে টেকনো ইন্ডিয়া লিমিটেড। এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, ঝড়খালি ইকো ট্যুরিজম হাব কাজটি ২ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে। সেই ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৯০ একর জমির উপর এই ইকো ট্যুরিজম হাব নির্মাণ হবে। ফলে এখানকার বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া তৈরি হবে পার্কিং হাব। সুন্দরবনে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ঝড়খালিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য টেকনো ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির সঙ্গে মউ সই হয়। গোসাবা কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন সফরে এসে উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঘোষণা করেন। সেই সমস্ত প্রকল্পের কাজগুলি বাস্তব রূপ দিতে দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই ঝড়খালি ইকো–ট্যুরিজম হাব। বিগত বাম সরকারের ব্যর্থতায় সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে তেমনভাবে কাজ হয়নি। ফলে কর্মসংস্থানের জন্য সুন্দরবনের বহু মানুষ রাজ্যের বাইরে চলে গিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সুন্দরবনের সার্বিক উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শান্তনু বসু, টেকনো ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির কর্ণধার, পর্যটন দফতরের সচিব প্রমুখ। স্থানীয় বাসিন্দা সুকান্ত সরকার, অসীম রায়, গুরুপদ মণ্ডল প্রমুখরা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবন সফরে এসে একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছিল। সেইগুলি বাস্তব রূপ দিতে কাজ চলছে।

গাজী বাবার মাজার

ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঁটিয়ারি শরিফের গাজী বাবার মাজারে দেশ–বিদেশের তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের আগমন ঘটে সারা বছর ধরে। তাদের কথা মাথায় রেখে তাদের সুবিধার্থে দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আবাসিক হোটেল নির্মাণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে। ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মিলনতীর্থ ঘুঁটিয়ারি শরিফ গাজী বাবার মাজার। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্রিজের কাজ চলছে সেচ দফতর থেকে। এছাড়া মাজার সংলগ্ন দেড় কিমি কংক্রিটের পাকা ঢালাই রাস্তা ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬ কিমি পিচের রাস্তার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। বিধায়ক আরও বলেন, গাজী বাবার মেলায় ২৪ ঘণ্টার মেডিকেল ক্যাম্প আছে পরিষেবার জন্য। যাত্রীদের জলছত্র দেওয়া হচ্ছে। বাংলার ১৭ শ্রাবণ এখানে সতোরির বা একরাত্রির মেলার প্রচলন আছে। মোবারক গাজীর মাজার বা দরগাকে কেন্দ্র করে ঘুঁটিয়ারি শরিফে প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবার সাপ্তাহিক মেলা, প্রতিবছর সাত আষাঢ় থেকে সাতদিন অম্বাবচি মেলা হয়ে থাকে। এই মেলায় ইটের গাঁথুনির পুকুরের জলে ফুল ভাসিয়ে ভক্তরা মনোবাসনা পূর্ণ করে। এই পুকুরটি পবিত্র 'মক্ক পুকুর' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার গাজীদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী জেলার তথা রাজ্যের ঐতিহ্য বহন করে আসছেন ঘুঁটিয়ারি শরিফের পীর মোবারক গাজী। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মহিমা কীভাবে হিন্দু–মুসলমান সম্প্রদায়ের মহামিলন ঘটাতে পারে তার জ্বলন্ত নিদর্শন ঘুঁটিয়ারী শরিফের মোবারক গাজী। এই গাজী বাবার মাজারকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক রূপরেখা তৈরি হয়েছে তা মিশ্র সংস্কৃতির সেতু রচনা করেছে। মধ্যযুগের ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে অন্যতম ঘুঁটিয়ারী শরিফের এই পীর মোবারক গাজী।

সুন্দরবনের দুটো ছেলের জীবন–সংগ্রাম শহরে

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

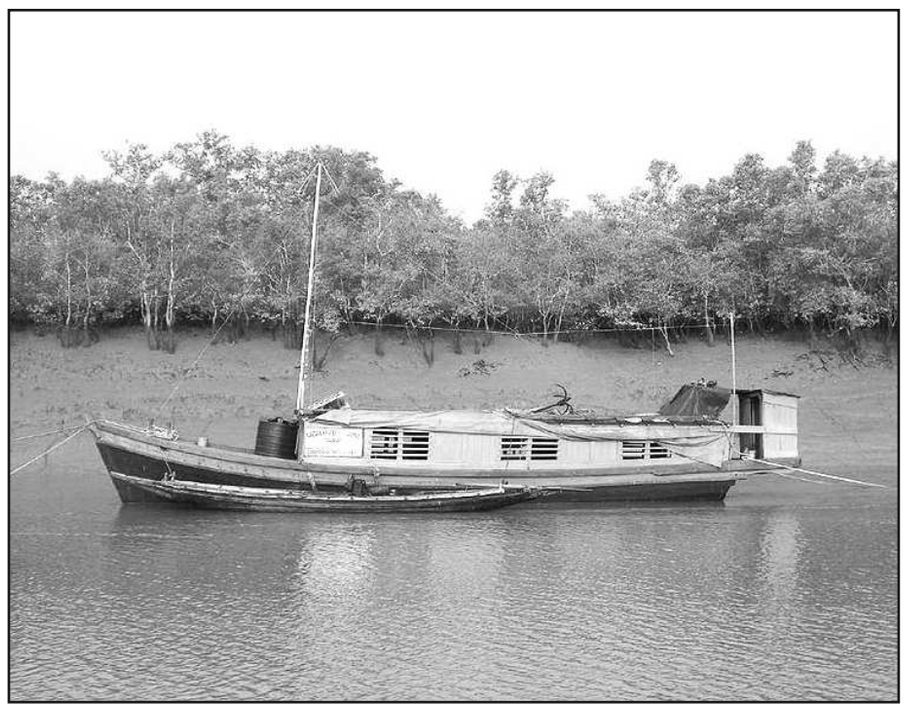

সুন্দরবনের ডায়েরি

চিন্তা ও উৎকণ্ঠায় আছি। ফোনেও পাচ্ছি না। দুপুরে আসার কথা। সেখানে সে এসে হাজির হল সন্ধ্যে ৭টায় সঞ্জীত ভাঙ্গী। বয়স ২১/২২ বছর হবে। রোগা ও লম্বা। পোশাকে, আশাকে, চেহারায়, চোখেমুখে অভাবপীড়িতের ছাপ। রবীন্দ্রসদনের পিছনে বাংলা আকাদেমির সভাকক্ষে মিনিট দু'য়েকের দেখা। তখন সভা শেষ। সবাই হলঘর থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসছেন। আমি এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বলেছিলাম, তোমার নাম আর মোবাইল নম্বরটা লিখে দাও। আমি যোগাযোগ করে নেব। দু'একদিনের মধ্যে যোগাযোগ করেছিলাম। জানলাম, তার বাড়ি গোসাবা থানার ৯ নম্বর শান্তিগাছি গ্রামে। ১০ জুন ২০১৪ কলকাতায় বাংলা আকাদেমির সভাগৃহে 'শুধু সুন্দরবন চর্চা' পত্রিকার পক্ষ থেকে ব্যতিক্রমী সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় তুষার কাঙ্গিলাল মহাশয়ের সংবর্ধনার আয়োজন ছিল। সেই অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের কিছু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বই উপহার দেওয়া হয়। সেই উপহার প্রাপকদের মধ্যে সঞ্জীত ভাঙ্গীও ছিল। তাকে আমার বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য তার এবং তার গ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেব। মাছ–কাঁকড়ামারাদের সঙ্গে কথা বলতে আমি গোসাবা থানার অনেক গ্রামে গিয়েছি। কিন্তু শান্তিগাছি গ্রামে যাওয়া হয়নি।

আসতে দেরি হওয়ায় সঞ্জীতকে আমার বাড়িতে রাত কাটাতে হয়েছে। যার ফলে তার সঙ্গে গল্প করার অনেক সময় পেয়েছি। তার কাছে জানতে চাইলাম আসতে এতো দেরি হল কেন? সঞ্জীত কথাবার্তায় অকপট। জানাল, সে একটা মুদির দোকানে কাজ করে। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

পড়াশোনা কী করছ?

ভুগোল অনার্স পরীক্ষা দিয়েছি বাঘাযতীন কলেজ থেকে। পরীক্ষার রেজাল্ট এখনও বেরোয়নি। চাকরির পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি।

বাবা কী করেন এবং বাড়িতে কে কে আছেন?

বাবা একজন খেতমজুর। নিজেদের চাষের জমি নেই। মা আছে। ছোট ভাই শান্তিগাছি স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। একই স্কুল থেকে বোন উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবার রোজগার আমাদের একমাত্র ভরসা।

মামাদের অবস্থা কেমন?

বড় মামা কাজের সন্ধানে আন্দামানে গিয়েছে। ছোট মামা মাছ–কাঁকড়া ধরে। দু'জনেই বিয়ে করেছে। ছেলে মেয়ে আছে। দাদুর বয়স ৬৫ বছরের বেশি। এখনও প্রতিবছর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে এবং মধু ভাঙতে যায়।

সোনারপুরে স্টেশনের কাছে একটা খুব কম দামে ভাড়া ঘরে দু'টো ছেলে এক সঙ্গে থাকে। সে ছেলেটিরও বাড়ি সুন্দরবনে, বাসন্তীতে। বাংলায় এমএ.। গৌতম দাস (২৪)। নিজেরাই রান্না করে। সেই বেকার। সম্প্রতি সেও কিছু করছে। সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি যায় আনন্দবাজার ও টেলিগ্রাফ কাগজের গ্রাহক যোগাড় করতে। সুন্দরবনের দু'টো ছেলে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য, সংসার সমুদ্রে কোনওরকমে টিকে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে। ওদের কথা ভাবছি। কিছুক্ষণ পর সঞ্জীত নিজে থেকেই বলে, আমরা কি কোনও চাকরি জোটাতে পারব না? বললাম, নিশ্চয় পারবে। চিন্তা করো না। চল, আজ ঘুমিয়ে পড়ি। শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছিল, আমি যখন বেকার ছিলাম, ডায়মন্ডহারবার থেকে কলকাতায় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পশুপতি গাঙ্গুলীর কাছে মাঝে মাঝে আসতাম। তিনি আমার যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিতেন। কোনও আপত্তি শুনতেন না। বলতেন, যখন রোজগার করবে তখন আর দেব না। আমারও মনে হল সঞ্জীতকে আমি ডেকেছি, তার যাতায়াতের গাড়ি ভাড়াটা আমার দেওয়া অবশ্যই উচিত।

পরের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছি। ব্রাশ করছি। সঞ্জীত উঠল। পেস্টটা তার দিকে বাড়িয়ে বললাম, মুখটা ধুয়ে নাও। কিছুটা পেস্ট আঙুলে করে নিয়ে বেসিনের দিকে গেল। মুখটা ধুয়ে নিয়ে বলল, এখনই বেরিয়ে পড়ব।

খেয়ে দেয়ে পরে যেতে পারতে।

না, আমাকে সকালেই যেতে হবে।

ঠিক আছে। চা খেয়েই বের হবো।

চা খেয়ে দু'জনে রাস্তায় নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাস এসে গেল। সঞ্জীত উঠতে যাচ্ছে, বললাম, এটা রাখ। তোমাকে আবার এখানে আসতে হবে। বাসটা বেরিয়ে গেল।

বাবা সরকারি স্বীকৃতি না পেলেও ছেলে তরজাতেই প্রাণ খোঁজেন

কুনাল মালিক

আলিপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর গ্রামের ৬০ বছর বয়স্ক অজয় মণ্ডল দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে তরজা গান গাইছেন। তখন গ্রামবাংলার দুর্গাপূজা, কালী পূজা, মেলা পার্বনে তরজার লড়াই ছিল আকর্ষণীয় বিষয়। ঢোল–কাঁসির ছন্দে ঝলমলে পোশাক পরে তরজা শিল্পীরা যখন মেঠো ভাষায় দেহতত্ত্ব ও নানা সামাজিক সমস্যা নিয়ে পালা নিবেদন করত, গ্রামবাংলার মানুষ অদ্ভুত আনন্দ পেত। তরজা শিল্পীদের টাকা ও ফুলের মালা দিয়ে পুরস্কৃত করত গ্রামের মানুষ। অজয়বাবু জেলার প্রখ্যাত তরজা শিল্পী সুশীল নস্করের সঙ্গে গোটা পশ্চিমবঙ্গে তরজা করেছেন। বজবজ জুট মিলে কাজ করতেন। কিন্তু মিল বন্ধ হয়ে যায়। তখন তরজা গান আর কৃষি কাজই ছিল সংসারের জীবিকার উপায়। কিন্তু ৪২ বছর গান করেও অজয় মণ্ডল কোনও সরকারি স্বীকৃতি বা আর্থিক সহযোগিতা পাননি। তাঁর ছেলে উদয় মণ্ডল এখন ৩৩ বছরের যুবক। ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে বিভিন্ন আসরে যেতেন। উদয় এখন তরজা গানকেই প্রধান জীবিকার অবলম্বন করেছেন। উদয়বাবু বলেন, বাবার এখন বয়স হয়েছে। বাবা কোনও সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পাননি। তবুও আমি চিরায়ত এই লোকশিল্পকে ছাড়তে পারিনি। তরজাই আমার প্রাণ। মমতা বন্দোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর লোকশিল্পীদের পরিচয়পত্র ও অনুদান দেওয়া ব্যবস্থা করেছেন। সেই আশায় আমিও জেলা–তথ্য সংস্কৃতি দফতরে এবার পরিচয়পত্র পাবার জন্য আবেদন করেছি। বাবা যদি কিছু আর্থিক অনুদান পেতেন তাহলে ভাল হত। উদয়বাবু জানালেন, বাবার কাছে হাতে খড়ি হলেও, তিনি সুশীল নস্করকে গুরু বলে মানেন। এই আধুনিক যুগেও লোক আবার তরজা গানকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। উদয় এখন প্রচলিত দেহতত্ত্ব গান ছাড়াও নানা উন্নয়নমূলক ও সচেতনতা মূলক গান পরিবেশন করেন তবে মনুষত্বের গানে সবচেয়ে সাবলীল উদয়। কথা বলতে বলতে উদয় ছন্দে গেয়ে উঠলেন –

'ও দাদা মানব জীবন দুর্লভ জীবন,
এ জীবন সহজে কি পারবে
মানব জীবন বানায় বিধি
সাধের সংসারে'।

তরজার আসরে উদয় মন্ডল

মাটি ও মানুষ

ধান নয়, বিকল্প চাষের জন্য তৎপর রাজ্য কৃষি দফতর

অভিজিৎ হাজরা

কেবলমাত্র ধান চাষের প্রতি ঝোঁক ও ঝুঁকি কমাতে রাজ্য কৃষি মন্ত্রকের সুপারিশ নিয়ে ব্লকে জরুরি কৃষি আলোচনার আসর শুরু করে দিয়েছে উলুবেড়িয়া মহকুমা কৃষি দফতর। এই দফতরের কৃষি বিশেষজ্ঞ আশিস ত্রিপাঠি এবং দেবেন্দ্র মাইতির তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ প্রশিক্ষক

দল। তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আলোচনার আসরে যে যুক্তি রাখছেন তার পূর্ণ তথ্য থেকে জানা যায়, চাষীদের মাথায় ধানের পরে ধান চাষ এই যে চিন্তাভাবনা তাতে তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ধান একবার হোক, এর সঙ্গে ডাল শস্য এবং গম চাষের যে বিস্তীর্ণ এলাকা মহকুমায় পূর্বে বহাল ছিল সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাতাসে যে নাইট্রোজেন আছে তাতে ডালশস্য এবং তৈলবীজের চাষ করলে জমির উর্বরতা এমনিতেই বৃদ্ধি পাবে।

তুলনামূলকভাবে এরা চাষীদের মধ্যে যে বিষয়গুলি তুলে ধরছেন তাতে দেখানো হয়েছে বিঘা প্রতি বোরো ধান চাষের জন্য যে পরিমাণ সেচের জলের দরকার সেই জলে পাঁচ বিঘা গম চাষ করা যাবে। বিঘা প্রতি বোরোতে যে রাসায়নিক সার লাগে সেই সারে তিন বিঘার গম চাষ করা যাবে। বিঘা প্রতি বোরো চাষে যে সংখ্যক শ্রম দিবস লাগে তাতে সাত বিঘার গম চাষ করা যাবে। রোগ পোকার আক্রমণও বোরোতে বেশি। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে কম এবং বাজার দর হিসেব করলে ধানের চেয়েও রবি ফসলের দাম বেশিই বর্তমান বাজারে। সম্প্রতি আমতা ও উদয়নারায়ণপুর এই দুটি ব্লকে সেচের জলের ঘাটতির জন্য বোরো চাষে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন চাষীরা তা থেকে শিক্ষা নিতে এবার কৃষি আসরগুলিতে বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, বোরো মরশুমে কিছুটা যে সেচের জল চাষীরা পেয়েছিলেন তাতে অনায়াসেই সর্ষে, গম, মুসুর ডাল, তিল, তুলো জোয়ারের জলের প্রত্যাশায় থেকেছেন দিনের পর দিন। উলুবেড়িয়া মহকুমার মধ্যে ডি–১, ডি–২ এই দুটি খালের জলের ভরসায় আর যাতে আগামী বছর বোরোতে মেতে না ওঠেন সেই প্রসঙ্গে চাষীদের বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই দুটি খালে যেটুকু জল আসে তাকে লিভিং ওয়াটারই বলা হয়। ব্যারেজে বেশি জল দাঁড়ালে এই প্রকার খাল দিয়ে নিকাশ করানোর জন্যই এইরূপ খালের জন্ম। এই হুঁশিয়ারী দিয়েই কৃষি মন্ত্রনালয় চাষীদের বোঝাচ্ছেন, রবি চাষে ঝোঁক বাড়ান। নিদেন পক্ষে পারিবারিক প্রয়োজনে ও যাঁরা সবজি চাষ করেন তাহলেও উৎপাদন কম হবে না। পর নির্ভরশীলতাও কমে যাবে। উলুবেড়িয়া মহকুমায় ধান হয় শতকরা ৮০ শতাংশ জমিতে। বাকি ২০ শতাংশ জমিতে যে সবজি চাষ হয় তা একটু বাড়ানো যেতেই পারে।

বই আলোচনা

নেতাজির সৈনিক গুপ্তচরদের অপ্রকাশিত কথা

ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী

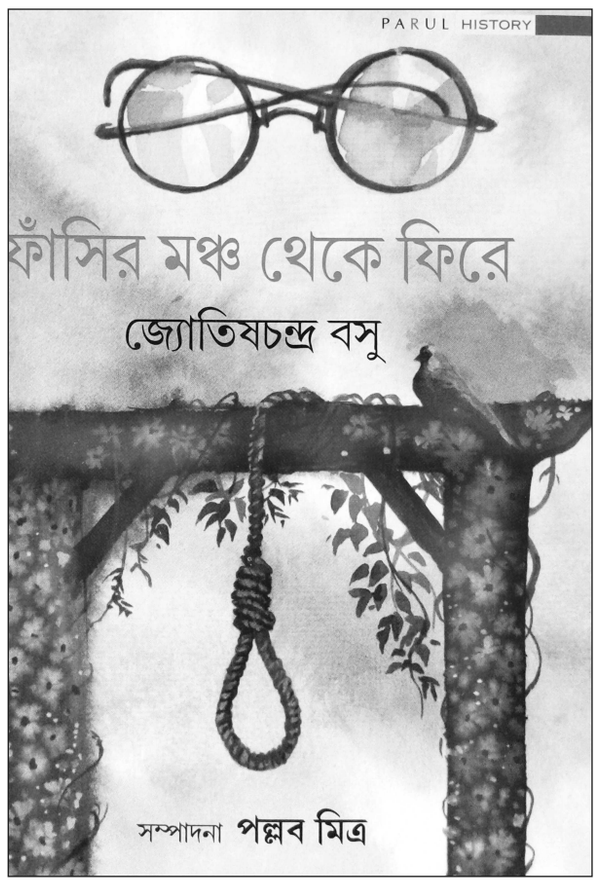

আজাদহিন্দ ফৌজের গুপ্তচর বিভাগের চার অসমসাহসী যুবক সাবমেরিনে পুরীর উপকূলে নেমেছিলেন। বাংলা তথা ভারতের নানা খবরাখবর তাঁরা গোপন ট্রান্সমিটারে সরাসরি নেতাজির দফতরে পাঠাতেন। নেতাজির সিক্রেট সার্ভিসের এই সেনাদের কাজকর্মের সঙ্গে বইটির লেখক জ্যোতিষচন্দ্র বসু ও নেতাজির আত্মীয়, বর্তমান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের বাবা হরিদাস মিত্র জড়িয়ে পড়েন। অগ্নিযুগের এক রুদ্ধশ্বাস দিনলিপি লিখেছিলেন ওই অভিযানের নেতা ডাঃ পবিত্র মোহন রায় তাঁর জেল ডায়েরিতে। 'নেতাজির সিক্রেট সার্ভিস' বইটিতে ডাঃ রায় লিখেছিলেন কীভাবে এক 'সাম্যবাদী বিপ্লবীর' বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁরা ধরা পড়ে যান। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের এক মধ্যরাতে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে জ্যোতিষচন্দ্র বসুকে। কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়েন ডাঃ পবিত্র মোহন রায় এবং হরিদাস মিত্র। রাজদ্রোহের অভিযোগে জেলে ঠাঁই পেলেন গুপ্তচর দলের আরেক সদস্য অমর সিং গিল। অমানবিক পুলিশি বর্বরতায় ব্রিটিশ নেতাজির সংবাদ জানার চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়। ইতিহাসে প্রায় অজ্ঞাত উপেক্ষিত এই কাহিনী পরবর্তীকালে লিখেছিলেন ফাঁসির আদেশ প্রাপ্ত বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র বসু স্বয়ং। দীর্ঘদিন সেই ঐতিহাসিক দলিল অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়েছিল। জ্যোতিষবাবুর নিকটাত্মীয় ও বইটির সম্পাদক পল্লব মিত্র অবশেষে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেন। নেতাজির বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীদের ফাঁসীর আদেশ কার্যকর রুখতে গান্ধিজী ব্রিটিশ সরকারকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত অপ্রকাশিত সেই সমস্ত চিঠি এবং প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র–সহ বইটি সম্পাদককে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক দলিল রূপে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। বইটির ৪৪ পৃষ্ঠায় ছোট্ট একটি প্রথাগত ভুল আছে সেটি হল কনডেম সেলে সাধুবাবা রজনীগন্ধা নয়, জবা ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতিষবাবুর স্ত্রী পূরবী দেবী। পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই সংশোধিত হবে আশা করা যায়। বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার এগিয়ে আসুক বইটি যাতে প্রতিটি গ্রন্থাগারে স্থান পায়। সম্পাদক এবং বইটির প্রকাশক দু'জনেই পাঠকদের অভিনন্দন পাবেন।

ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে,
জ্যোতিষচন্দ্র বসু
সম্পাদনা–পল্লব মিত্র
পারুল প্রকাশণী,
দাম –১০০ টাকা

মাঙ্গলিকী

মানব না কোনও বন্ধন

অরূপ সরকার

প্রতিবাদী স্বরগুলো যেন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে। প্রতিবাদের ভাষাও আর যেন আগের মতো তীক্ষ্ণ নয়। প্রতিবাদে পথ চলাও আজ কেমন যেন দিশাহীন। চরিদিকে কেমন যেন একটা 'ফিল গুড' পরিবেশ, যেন সবার মুখেই নচিকেতার গানের কলি, 'এই বেশ ভালো আছি।'

অথচ এখনও তো কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা অনাচার–অবিচারে আজও গর্জে ওঠেন, যাঁদের প্রতিবাদী স্বর ধ্বনিত হয় গানে–কবিতায়–নাটকে–সিনেমায় বা ক্যানভাসে। তেমনই কয়েকটি বাছাই করা প্রতিবাদী কবিতার সংকলন 'পাথরপ্রতিমা'। সৃষ্টি রেকর্ডস অ্যান্ড ক্যাসেটসের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদী কবিতার আবৃত্তির এক সংকলন প্রকাশিত হতে চলেছে। আগামী ৯ অগাস্ট কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিকেল ৫ টায় এই সংকলন প্রকাশের সময় উপস্থিত থাকবেন বহু গণ্যমান্যজন। এমনটাই জানাচ্ছেন সৃষ্টি–র কর্ণধার সুভাষ সাহা রায়। প্রবীণ ও খ্যাতিমান আবৃত্তিকার কাজল সুরের সঙ্গে এই সিডি–তে পাওয়া যাবে এক তাজা কণ্ঠকেও। পেশায় একটি নামী দৈনিকের

সাংবাদিক, নেশা ও উপ–পেশায় বাচিক শিল্পী লোপামুদ্রা ভৌমিকের আবৃত্তি হবে শ্রোতাদের নতুন পাওনা। একদা আকাশবাণী ও বর্তমানে কলকাতা দুরদর্শনে সঞ্চালক হিসাবে যুক্ত লোপামুদ্রা মননঋদ্ধ স্বরক্ষেপণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন বিভিন্ন কবির কবিতা। অনেক কম বয়স থেকেই সৃজনশীল কাজকর্মের প্রতি অনুরক্ত লোপামুদ্রা। পরবর্তীকালে আবৃত্তি, সঞ্চালনা এবং লেখালেখিতে হাত পাকান তিনি। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে সাংস্কৃতিক বিভাগে কর্মরত থাকলেও নেশার প্রতি তাঁর অনুরাগ বিন্দুমাত্র কমেনি। তার ফলস্বরূপ এই অনুষ্ঠান। কলকাতা প্রেস ক্লাবে রোজই প্রায় নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু লোপামুদ্রার এই প্রতিবাদলব্ধ ক্যাসেটটি নিঃসন্দেহে আলাদা মাত্রা লাভ করেছে। পুজোর আর বেশি দেরি নেই। আকাশে বাতাসে প্রাক শারদ লগ্ন ঘনীভূত হচ্ছে। এর সঙ্গে উপরি পাওনা হিসেবে যোগ হচ্ছে এই 'পাথরপ্রতিমা'।

রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

পশ্চিম পুটিয়ারির ব্যানার্জি পাড়ায় অবস্থিত রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগার ৬২ বছরে পদার্পণ করেছে। গতবছর থেকে এই পাঠাগারকে আরও সক্রিয় করে তুলতে শুরু হয়েছে মাসিক সাহিত্য–সাংস্কৃতিক সভা। এই সভায় যোগ দেন বহু কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীবৃন্দ। গত শীতের প্রহরে এমনই এক সভায় উপস্থিত ছিলেন বহু সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমী বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ণ। মুগ্ধ হন তিনি নতুন করে কলকাতার সংস্কৃতি প্রেমী বহু জনের সঙ্গে এই সভায় পরিচিত হয়ে, পরকে আপন করে নেওয়ার এই শহরের মানুষের অসাধারণ 'জাদু'তে। রণ চ্যাটবার্ণ সে কথাই বললেন সভায়। বললেন, ৮২–তে পা দিয়েও তিনি বার বার তাই কলকাতায় ছুটে আসেন (এই নিয়ে ৫ বার এলেন) এখানকার মানুষের সংস্কৃতি মুখীতায় ঋদ্ধ হতে। দুঃখ করলেন এই বলে যে আজ পাশ্চাত্য জগৎ অতি নির্মম বস্তুবাদি দর্শনে দূষিত হয়ে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে আর এই কারণেই তিনি বার বার আসেন কলকাতায়। পরে রণ ইংরেজি কবিতা শোনান, মননশীল ব্যাখ্যাও দেন কবিতাটির (রবার্ট ব্রাউনিং–এর কবিতা)। তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন পাঠাগারের সভাপতি ভূপেন দাস, কার্য্যনির্বাহী সদস্য সৌরীন চ্যাটার্জি, চয়ন ব্যানার্জি, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন সভার প্রথম পর্বে ছিল শিক্ষাবিদ, নাট্য পরিচালক, কবি ও পাঠাগারের প্রাক্তন সম্পাদক (১৯৮৭–২০০২) সদ্য প্রয়াত রণেন সরকার মহাশয়ের স্মরণ সভা। উপরোক্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে, রণেন সরকারের সঙ্গে বহু দিন পাঠাগারের কাজে যুক্ত থাকা গৌর দাস মহাশয়ের সমৃদ্ধ ভাষণে এদিন সভায় উপস্থিত সকলে প্রয়াতের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কর্মময় জীবনের ব্যাপারে পরিচিত হলেন। এই পর্বে পাঠাগারের সাহিত্যপত্রিকা কবয়বের জন্য লেখা রণেন সরকারের কবিতা 'নতুন বিশ্বের প্রতীক্ষায়' সুন্দর পাঠ করলেন জয় ভট্টাচার্য। কবিতাটিও কবির মননশীলতায় সমৃদ্ধ। এই পর্বেই প্রয়াত রণেন সরকারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্রসঙ্গীত 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' শোনালেন বরিষ্ঠা সঙ্গীত শিল্পী শিবানী দত্ত। প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি শোক প্রস্তাব পাঠ করলেন পাঠাগারের কার্য্যনির্বাহী সদস্য সৌরীন চ্যাটার্জি মহাশয়। এরপর সকলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রয়াতের জ্যোতির্ময় আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানালেন ১ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে। এই সঙ্গে ঘোষিত হল, এদিনকার সভা শাশ্বত রণেন সরকারের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হল। এরপর শুরু হল সভার দ্বিতীয় পর্ব। সঞ্চালনায় এলেন বাচিক শিল্পী ও কবি, প্রবন্ধক উদয় চক্রবর্তী। একজন সঞ্চালক হিসেবে নিজেকে কতটা 'সবার পিছনে' রাখতে হয় এদিন অনুষ্ঠান সঞ্চালনার মাধ্যমে সে কথাটিই পরোক্ষভাবে বুঝিয়ে দিলেন উদয় চক্রবর্তী। স্বরচিত কবিতা পাঠে, আবৃত্তিতে, গল্প ও প্রবন্ধ পাঠে, সঙ্গীতে নানান বিষয়ে ভাষণে এদিন যাঁরা আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন সুজিত দেবনাথ (অনবদ্য কবিতা 'প্রিয়তমা'), দীপন সেনগুপ্ত (কবিতা পাঠ), বালক ঋতময় চট্টোপাধ্যায় ('বাবুরাম সাপুড়ের', ছন্দময় আবৃত্তি) মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায় (অনবদ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন), প্রদীপ গুপ্ত (নিজের সুনাম বজায় রেখে হৃদয়স্পর্শী স্বরচিত কবিতা), উদয় চক্রবর্তী (জয় গোস্বামীর কবিতার অসাধারণ আবৃত্তি), সুকুমার মণ্ডল (ইনিও নিজের সুনাম বজায় রেখে শোনালেন রম্যরচনা 'কমলাকান্তের বঙ্কিম দর্শন'), জয় ভট্টাচার্য (ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের শেষ অবস্থার দিনগুলি নিয়ে একক শ্রুতি নাটক 'একক নায়ক' যাতে অবশ্যই 'নরেন'ও রয়েছেন – চোখে জল আনা পরিবেশন)।

আলাদা করে বলতে হয় স্বনামখ্যাত, সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরার স্বরচিত কবিতা পাঠ – তাঁর উপস্থিতিই যে কোনও সভাকে উজ্জ্বল করে আর সভায় তাঁর অনবদ্য স্বরচিত কবিতা পাঠ আসরকে আরও ঔজ্জ্বল্য দিল। এছাড়াও এদিন বিবিধ পাঠে অংশগ্রহণ করেন প্রলয় মজুমদার, শান্তনু মিত্র, সোমা অধিকারী কর্মকার, তাপ্তি ব্যানার্জি, গীতা অধিকারী, নিমাই মিত্র, দিবারঞ্জন দাস, সীমা গুপ্ত, বিশ্বনাথ দাস, শাশ্বতী সরকার, অসীমা মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর দত্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উদয় চক্রবর্তীকে বিশেষ অভিনন্দন – সদ্য প্রয়াত সুচিত্রা সেনকেও শ্রদ্ধা জানালেন তাঁর ভাষণে।

বিশেষ সংযোজন: রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য–সংস্কৃতির সভা প্রতিমাসের তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হয়। যাঁরা অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা সকলে পাঠাগারের সদস্যপদ গ্রহণ করলে পাঠাগারের অবশ্যই আরও উন্নতি ঘটবে।

আরও বলতে হয়: আসরের কার্যানির্বাহী সদস্যবৃন্দের তরফে 'চা–টায়ের'ও ব্যবস্থা থাকে – এটা কি আসরে অংশগ্রহণকারীরা বহন করতে পারেন? – কর্তৃপক্ষের কাছে এই প্রতিবেদকের বিনীত প্রশ্ন রইল।

কলকাতায় খেলে যাওয়া সেরা বিদেশি একাদশ

পারঙ্গম বিশ্বাস

সব খেলার সেরা বাঙালির ফুটবল। সারা দেশের মধ্যে এখনও কলকাতাকে ফুটবলের পীঠস্থান বলা হয়। যতই গোয়া, মহারাষ্ট্র বা দক্ষিণ ভারতের দলগুলি প্রাধান্য বিস্তার করুক না কেন এখনও মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামলে যে পরিমাণ সমর্থক ভিড় করেন তা অভূতপূর্ব। এ জন্যই শত খারাপ পারফরমেন্সের পরও বাংলা এখনও ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। বহু নামিদামি ফুটবলার উঠে এসেছেন এই বঙ্গভূমি থেকে। বাংলা তো বটেই গোটা দেশকে এরা গর্বিত করেছেন। এঁদের পাশাপাশি বাংলা ফুটবলে বিভিন্ন সময়ে ছড়ি ঘুরিয়েছেন বেশ কিছু বিদেশি ফুটবলার। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান থেকে শুরু করে আজকের ইউনাইটেড স্পোর্টস কিংবা অনেক ছোট দলেও অনেক বিদেশিকে খেলতে দেখা যায়। এত বিদেশি তারকা এলেও সবাই কিন্তু বাঙালির ফুটবল মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারেনি। তবে আবার এদের মধ্যেই বেশ কয়েকজন এখনও বাংলার ফুটবল ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। বস্তুত বাংলার ফুটবল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই বিদেশিদের নাম অতি অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। সেই স্বাধীনতার পর থেকেই এ দেশে বিদেশি ফুটবলারদের আগমন ঘটতে থাকে। তবে ৮০'র দশকে কলকাতা ফুটবলে রীতিমতো আলোড়ন তুলে আবির্ভাব ঘটেছিল ইরানি ফুটবলার মজিদ বাসকারের। তাঁর সঙ্গী ছিলেন জামশিদ নাসিরি এবং খাবাজি। আজও ভারতীয় ফুটবলে সেরা বিদেশি হিসেবে অনেকে মজিদ বাসকারকেই ধরে থাকেন।

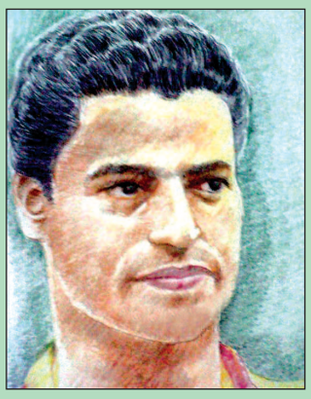
মজিদ

চিমা

ব্যারেটো

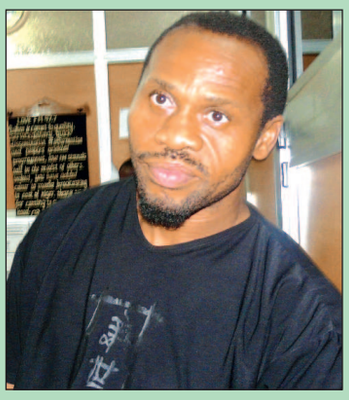
এমেকা

মজিদ যখন ভারতে আসেন তখন তিনি যোগ দিয়েছিলেন লাল-হলুদ শিবিরে। সে সময়ে মহমেডানের বড় দল গড়ার ধাক্কায় মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই ক্ষীণ শক্তির হয়ে উঠেছিল। তাও সেই দুর্বল ইস্টবেঙ্গলকে সেবার একার জোরে টেনেছিলেন মজিদ। দুঃখের বিষয় এই যে, বেশি দিন সেই অসাধারণ ফুটবল নৈপুণ্য চাক্ষুস করতে পারেনি ফুটবলপ্রেমী বাঙালি। ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মহমেডানেও গিয়েছিলেন মজিদ। কিন্তু ড্রাগসের নেশায় মত্ত হয়ে এক সময় তাঁর পা থেকে হারিয়ে যায় ফুটবল। শোনা যায়, যে জামশিদকে ভারত তথা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য মজিদ প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন সেই দেশওয়ালি বন্ধু কিন্তু তাঁর পাশে দাঁড়াননি। এভাবেই কলকাতা থেকে মুছে গিয়েছে মজিদের ফুটবল জাদু। কিন্তু আজও ভক্তের হৃদয় বিচরণ করছেন এই ইরানি। মজিদের পর কলকাতা ফুটবলে রীতিমতো তাক লাগিয়েছিলেন নাইজেরিয়ান তারকা চিমা ওকেরি। দু'পায়ে গোলার মতো শট এবং বক্সের মধ্যে বিপজ্জনক হয়ে ওঠায় চিমার জুড়ি মেলা ছিল ভার। অসংখ্য গোল উপহার দিয়েছেন এই নাইজেরিয়ান। কলকাতার তিন প্রধান দল ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান সকলের হয়েই খেলেছেন চিমা। প্রত্যেকটি দলকে এনে দিয়েছেন অপার সাফল্য। বস্তুত চিমাকে নেওয়ার জন্য মোহনবাগান নিজেদের স্বদেশি ফুটবলার খেলানোর নীতি থেকে সরে এসেছিল। দলের শতবর্ষ উদযাপনের পর এই চিমার দুরন্ত পারফরমেন্সের জেরে জাতীয় লিগ ঘরে তুলেছিল বাগান। সবুজ-মেরুনের সাফল্যের পাশাপাশি এক সময়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়েও চিমার ট্রাক রেকর্ড ছিল উল্লেখ করার মতো।

চিমা থাকাকালীন আরও বেশ কয়েকজন নামি বিদেশি এখানে খেলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চিমার স্বদেশি এমেকা এজুগোর নাম। টোটাল ফুটবল কাকে বলে তা ওই এমেকাই শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন বাংলাকে। পরবর্তীকালে নাইজেরিয়ার জাতীয় দলেও ঠাঁই পেয়েছিলেন এমেকা এজুগো। ভারতে খেলে যাওয়া বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁর নাম অবশ্যই সামনের সারিতে থাকবে। চিমা, এমেকার খানিক পরে এদেশে খেলতে আসেন আরও এক তারকা ফুটবলার মাইক ওকেরো। ওকেরো ছিলেন স্ট্রাইকার হিসেবে অসাধারণ মানের। নিজেকে একটু সংযত করতে পারলে তিনিও নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠতেন। ওকেরোদের পাশাপাশি রক্ষণভাগকে মজবুত করতে এ বাংলায় পা রেখেছিলেন বেশ কিছু আফ্রিকান তারকা। ১৯৯৭ সালে যে বছর মোহনবাগানের কোচ হয়ে প্রবীন অমল দত্ত ডায়মন্ড সিস্টেমের প্রবর্তন করেন, সেই বছরই ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ সামলাচ্ছিলেন দুই কেনিয়ান তারকা স্যামি ওমেলো এবং মুসা।

১) এজেন্ডা (গোলকিপার)
২) মুসা
৩) বার্নাড
৪) স্যামি ওমেলো
৫) ওপারা (রক্ষণ বিভাগ)
৬) বেটো
৭) মজিদ
৮) এমেকা (মিড ফিল্ড)
৯) চিমা
১০) ব্যারেটো
১১) ওকেরো (ফরওয়ার্ড)।

সেই বছরই প্রথমবারের জন্য কলকাতার কোনও দলে গোল রক্ষক হিসেবেও দেখা যায় আরও এক আফ্রিকান গোলকিপার এজেন্ডাকে। সে বছর অমল দত্ত'র কোচিংয়ে যথেষ্ট ভাল খেলছিল সবুজ-মেরুন দল। মোহনবাগানের অশ্বমেধ ঘোড়া রুখে দেন এই ওমেলো এবং মুসাদের নেতৃত্বাধীন ডিফেন্স।

ওই সময়ে আগে পরেই এই বাংলায় খেলতে আসেন আরও বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলার। এদের মধ্যে ব্রাজিলিয়ান ব্যারেটো, বেটো, জুনিয়র, ডগলাস ডি-সিলভাদের উপস্থিতিও ঘটে এই সময়ে। জুনিয়র এক ম্যাচে গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে খেলা চলাকালীন মোশনে ছিটকে যান। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। খুব কম দিন এসেও কলকাতা তথা বাঙালির ফুটবল মননে চির অমর হয়ে রয়েছেন জুনিয়র। পরবর্তীকালে ব্যারেটো এবং বেটো এখানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। একটা সময় মোহনবাগানে স্লোগান চালু হয়ে গিয়েছিল, 'শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ব্যারেটোই ভরসা'। সেই ব্যারেটোর পর এখানে দাগ কেটেছেন র‍্যান্টি মার্টিন্স (এখন ইস্টবেঙ্গলে), চিডি, ডুডু প্রমুখ তারকারা। এছাড়াও আরও কিছু খেলোয়াড়ের নাম এখনও স্মরণ করে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা। এদের মধ্যে রক্ষণভাগের তারকা ওপারা, বার্নাড, চিবুজোর, স্যান্টোস-র নাম মনে থাকবে। এদের নিয়ে অর্থাৎ কলকাতায় খেলে যাওয়া বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে যদি সর্বকালীন সেরার ভিত্তিতে একটি একাদশ গড়তে হয় তবে দলটি হবে নিম্নরূপ

বিশেষ সংযোজন: এই দলে আরও অনেকেরই জায়গা হতে পারত। কিন্তু আমাদের পর্যালোচনার ভিত্তিতে মনে হয়েছে এটাই সেরা একাদশ। তাই অতিরিক্ত বিদেশি খেলোয়াড়দের এই সর্বকালের সেরা দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কোচ হিসেবেও বেছে নেওয়া হয়নি কাউকে। তবে কাছাকাছি থাকতে পারেন করিম বেঞ্চারিফা এবং ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করিয়ে যাওয়া মর্গ্যান। এই দল ৪-৩-৩ ছকে সাজানো হয়েছে। যদি ৪-৪-২ ছকে খেলাতে চান কোচ তবে ব্যারেটো নেমে আসবেন হাফে।

আবারও চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব অর্জন উত্তর ২৪ পরগনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা: পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৬৪তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল। ৩১ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট চারদিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ কের রাজ্যের ১৯টি জেলা সহ কলকাতার বিভিন্ন প্রথিতযশা ক্লাব। রাজ্যস্তরের এই অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে গতবারের ধারা এবারেও অব্যাহত রাখল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। এবারেও উত্তর ২৪ পগনা জেলা ৩টি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও ৩টি রানার্স-সহ সার্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব অর্জন করল। অনুর্ধ্ব ১৮-র বালিকা বিভাগে তিয়াসা সমাদ্দার সেরা অ্যাথলেটিকের পুরস্কার পায়। ৫৭.৫০ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড় সমাপ্ত করে তিয়াসা নতুন রেকর্ড তৈরি করে। বালিকা বিবাগের অনুর্ধ্ব ১৬-তে ১০০ মিটার দৌড়ে কাঁচরাপাড়ার রাজশ্রী প্রসাদ সেরা অ্যাথলিট নির্বাচিত হয়। এক সাক্ষাৎকালে উত্তর ২৪ পগনা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সহ-সভাপতি অনিমেশ রায় বলেন, 'মোট ৩৭টি অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থা বেং ৫টি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আছে জেলায়। এরাই প্রতিযোগী পাঠায়। সেখানে থেকেই রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়। এখান থেকে অনেকে জাতীয় স্তরেও অংশগ্রহণ করছেন। আবার অনেকে বাংলার প্রতিনিধিত্বও করেছেন।' উত্তর ২৪ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বিভিন্ন ক্লাবের কোচরা যুক্ত আছেন বলে জানালেন অনিমেশবাবু। অ্যাসোসিয়েশনের সহ সম্পাদক সৌমিত্র সরকার বলেন, 'এবারের প্রতিযোগিতায় ১০টি সোনা, ২২টি রুপো ও ১৩টি ব্রোঞ্জের পদক লাভ করেছে আমাদের প্রতিযোগিরা।' তিনি জানান, সমস্ত মহকুমা থেকেই ছেলেমেয়েরা এতে অংশগ্রহণ করে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা, তত্য-সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফতরের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রণজিৎ কুমার দাস বলেন, 'এই জেলার সাফল্যে আমরা গর্বিত।' পাশাপাশি এই সাফল্যের জন্য তিনি উত্তর ২৪ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন-সহ সমস্ত কোচ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এইসঙ্গে জেলা পরিষদের ক্রীড়া দফতরের পক্ষ থেকে অ্যাসোসিয়েশনকে সহযোগিতার আশ্বাসও প্রদান করেন রণজিৎবাবু।

যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ-১৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: সম্প্রতি দক্ষিণ শহরতলির বাওয়ালি পল্লীমঙ্গল উচ্চবিদ্যালয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতার আসর হয়ে গেল। যোগাসন অ্যাসোসিয়েশন অব দক্ষিণ ২৪ পরগনার পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ২৫২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিকেলে সফল প্রতিযোগিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় যারা সফল হয়েছেন তারা রাজ্যস্তরে অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। সংগঠনের সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাজ্য কুরাশ চ্যাম্পিয়নশিপ

হুগলির বৈদ্যবাটী অ্যাকাদেমি অফ মার্শাল আর্টের উদ্যোগে প্রথম রাজ্য কুরাশ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আসর বৈদ্যবাটি চারুশিলা বোস বালিকা বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে রবিবার সকাল ১০টায় বর্ণ্যাঢ্য পরিবেশের মধ্যে উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এই রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় সাব-জুনিয়র ও জুনিয়র এই দুই বিভাগের মোট ২০০ জন কুরাশ প্রতিযোগী অংশ নেয়। তিনটি বিভাগে বয়স ও ওজন ভিত্তিক অনুসারে হুগলি জেলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়। অপরদিকে হাওড়া রানার্স হয়। প্রসঙ্গত, এরই পাশাপাশি এদিন সারাদিন ধরে চলা প্রতিযোগিতার মধ্যে সোদপুর অনাথ আশ্রমের মহিলারা প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য সোমনাথ মাঝি বলেন, পরিস্থিতির বিচারে কুরাশ খেলা মহিলাদের আত্মরক্ষার স্বার্থে শেখা ভীষণ জরুরি। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিতি ছিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অজয় প্রতাপ সিং। সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর সিনহা, রাজ্য কমিটির সম্পাদক অমিত কুমার চৌরাশিয়া, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার চঞ্চল ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আন্তঃ জেলা দলের খেলোয়াড়দের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার শেষে জাঁকজমক পূর্ণ সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়।

বিদেশে ফের কম্পমান ভারতীয় ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পেস বোলিংয়ের সামনে পড়ে ফের থরহরিকম্প ভারতীয় ব্যাটিংয়ের। ফলে অল্প রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে খেলতে নেমে একটা সময় মাত্র ৮ রানে ৪ উইকেট হারায় ভারতীয় দল। শিখর ধাওয়ান, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলিরা খুব কম রানে আউট হয়ে ফিরে যান। টেস্ট দলে দীর্ঘদিন পর ফিরে আসা গৌতম গম্ভীরও হতাশ করেন। তাঁর সংগ্রহ ছিল মাত্র ৪ রান। বস্তুত ৮ রানে ৪ উইকেট পরে যাওয়া স্মরণকালে বেশ কিছুদিন ভারতীয় ক্রিকেটে ঘটেনি। একটা সময় যখন ক্রিকেট দুনিয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের আধিপত্য ছিল তখন মার্শাল, হোল্ডিং, রবার্টস এবং গার্নার এই চতুর্ভূজের সামনে ভারতীয় ব্যাটিংকে এইরকম ভঙ্গুর হতে বহুবার দেখা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েও জোরে বোলারদের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছে ভারতীয় ইনিংস। এবার সেই ঘটনারই কার্যত পুনরাবৃত্তি ঘটল। একমাত্র অধিনায়ক ধোনি (৭১) এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৪০) রুখে দাঁড়ানোর ফলে খানিকটা ভদ্রস্থ হয়ে উঠল ভারতীয় ব্যাটিং। না হলে হয়ত ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কঙ্কালটা ইংল্যান্ডের মাটিতেই বেরিয়ে পড়ত। প্রকৃত পেস বোলারদের সামনে পড়ে আগেও নাজেহাল হতে দেখা গিয়েছে বহু ভারতীয় রথি-মহারথিকে। এদের তালিকায় ভেঙ্গসারকার, আজাহার উদ্দিন, রবিশাস্ত্রী-সহ বহু ভারী নাম রয়েছে। তাদের তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন কোহলি, ধাওয়ান, গম্ভীর, রাহানেরা। এই টেস্টের পরিনাম এখনই হয়ত বলে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এটা নিশ্চিত দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়ার সুবিধাটা হাতে রাখতে পারল না টিম ইন্ডিয়া। তৃতীয় টেস্ট জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে ছিল অ্যালেস্টার কুকের দল। চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিনে ইংল্যান্ড বুঝিয়ে দিল লর্ডসের হারের স্মৃতি ভুলে এখন সিরিজ জয়কে টার্গেট করছে তারা।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

৯ আগস্ট, ১৮৮১
দেশভক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী'র জন্ম দিন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন।

১১ আগস্ট, ১৯০৮
শহিদ ক্ষুদিরাম বসু'র মৃত্যু দিন। ১৯০২-এ মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। বিলাতী পণ্য বর্জন, স্বদেশী প্রচার প্রভৃতি কার্যে সক্রিয়তার দরুন পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেন। যুগান্তর দল কর্তৃক তিনি মজঃফরপুরে প্রেরিত হন। উদ্দেশ্য সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা। উদ্দেশ্য সফল হয়নি, ভিন্ন ব্যক্তি বোমায় নিহত হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

১১ আগস্ট, ১৯৮৫
উপেন্দ্রকুমার ধরের মৃত্যু দিন। চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল পড়বার সময় মাস্টারদা সূর্য সেন, নির্মল সেন প্রমুখের সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৯২৪-২৬ আত্মগোপন করে মাস্টারদার পরামর্শ মতো অসমের বিভিন্নাংশে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলেন।

১২ আগস্ট, ১৯৫৪
দেশভক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যু দিন। বিপ্লবী জননেতা ও সংগঠক। ছেলেবেলায় বিপ্লবী যতীন মুখার্জির দলে যোগদান করে স্বদেশীব্রতে দীক্ষাগ্রহণ করেন। স্বদেশী ডাকাতি ও হত্যার অপরাধে দুবার কারারুদ্ধ হন।

১২ আগস্ট, ১৯৩৭
দেশভক্ত হরিশচন্দ্র শিকদারের মৃত্যু দিন। ১৮৯৭ সালে 'আত্মোন্নতি সমিতি' গঠিত হয়। তিনি সমিতির এক নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন।

১২ আগস্ট, ১৯৩৬
বিপ্লবী মাদাম ভিকাজী রোস্তম কামা'র মৃত্যু দিন। ভারতীয় জাতীয় পতাকার উদ্ভাবক মাদাম কামা ছিলেন ইউরোপে একমাত্র ভারতীয় বিপ্লববাদী নায়িকা।

১৫ আগস্ট, ১৮৭২
বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষের জন্ম দিন। স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্রের উদ্যোক্তা ও দার্শনিক। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করে তিনি কাউন্সিল অব ন্যাশনাল এডুকেশনের অধ্যক্ষ হন। এই সময় তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৮-এ সন্ত্রাসবাদী বলে অভিযুক্ত হন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলীর মধ্যে Life Divine, The message of the Gita, Mother India প্রভৃতি পুস্তক ভারতীয় দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে মূল্যবান সংযোজন।

১৫ আগস্ট, ১৯০০
শহীদ সন্তোষ কুমার মিত্র'র জন্ম দিন। ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন শুরু। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ হন।

১৫ আগস্ট, ১৯৪২
শহীদ হৃষীকেশ সাহা'র মৃত্যু দিন। ১৯৪২-র আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে রাইফেলের গুলিতে তাঁর মৃত্যু ঘরে।

কৌশিকী কর্মকার, বেহালা বিবেকানন্দ মিশন, দ্বিতীয় শ্রেণী

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

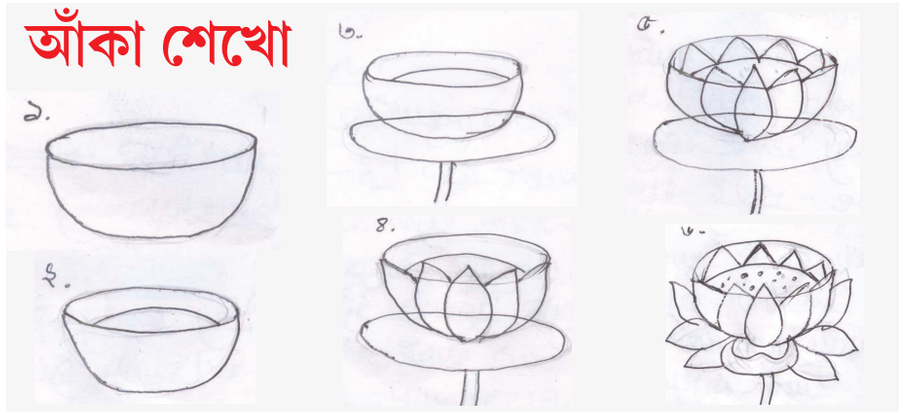

ধাঁধা এক ঝুড়ি সুপারি,
গত সংখ্যার উত্তর: রাস্তা
উত্তরদাতা অমৃতা শিকদার, গ্রাম : বিধানপাড়া, নদিয়া গুণিতে না পারি।

উত্তর পাঠাও এসএমএস পরিষেবার মাধ্যমে 9038640030 এই নম্বরে। প্রথম সঠিক উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ: ১৫.০৮.১৪ তারিখের মধ্যে। নাম, ঠিকানা ও বয়স অবশ্যই লিখবে।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।